রাঁচি, শনিবার
23:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>335 >>05 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩৫ >> << ০৫ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

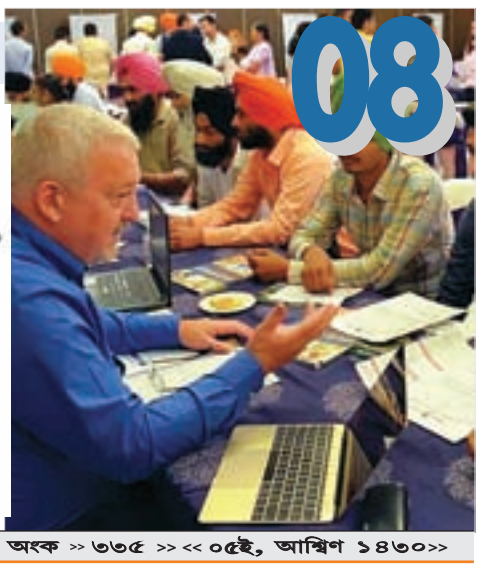

মিয়ানমারের জন্য রোহিঙ্গাদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয় : যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, রোহিঙ্গারা যাতে মর্যাদার সঙ্গে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে সে জন্য মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিশ্চিত করা সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, তাদের সুরক্ষিত রাখা দরকার, শিক্ষিত করা দরকার এবং তারা যেখানে বাস করছে সেখানে তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করা দরকার। সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের সেঃটার ফর পিস স্টাডিজ (সিপিএস) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অফিস অফ এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স (ওইএ) যৌথভাবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে এ অনুষ্ঠানের আযয়োজন করে। এবারের শান্তি দিবসের প্রতিপাদ্য শান্তির জন্য পদক্ষেপ ঃ বৈশ্বিক লক্ষ্যের জন্য আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পিটার হাস বলেন, মিয়ানমারের পদক্ষেপের জন্য রোহিঙ্গাদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয় এবং তাদের প্রতি কোনো বৈষম্য ছাড়াই ভালো আচরণ করা উচিত।

বাজার দর

SENSEX : 66009.15 -221.09
NIFTY : 19674.25 -68.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .44 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .37 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন নিষেধাজ্ঞা উত্তর কোরিয়ার অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্যে আঘাত

সিউল ঃ উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি এবং রাশিয়াসহ তিনটি দেশের সাথে অস্ত্র বাণিজ্য সম্পর্কিত অবৈধ আর্থিক লেনদেনে জড়িত থাকার জন্য ১০ জন ব্যক্তি এবং দুটি সংস্থার ওপর দক্ষিণ কোরিয়া বৃহস্পতিবার নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। নতুন নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাং সান নামসহ উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা। কাংকে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সাথে দেখা গেছে। কিম গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একটি শীর্ষ বৈঠকের জন্য রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলে সফর করেছিলেন। এই সফর দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতার বিষয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করে। তাদের সরাসরি আলোচনা যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তাদের মধ্যে এই সম্ভাবনা নিয়ে এমন আশংকা সৃষ্টি করেছে যে, উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট ও পারমাণিক সাবমেরিনের জন্য রাশিয়ার উন্নত প্রযুক্তির বিনিময়ে ইউক্রেনের জন্য রাশিয়াকে উত্তর কোরিয়া গোলাবারুদ সরবরাহ করতে পারে। যদি উত্তর কোরিয়া প্রচলিত অস্ত্র প্রদান করে মস্কোকে সমর্থন করার বিনিময়ে তার গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রযুক্তি অর্জন করে, তাহলে এই চুক্তিটি কেবল ইউক্রেন নয়, কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ সরাসরি একটি উস্কানি হবে। বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল একথা বলেন।

বৃহস্পতিবারের ঘোষণার মাধ্যমে ইউনের প্রশাসনের অধীনে দক্ষিণ কোরিয়া দ্বাদশতম বারের মতো উত্তর কোরিয়ার ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর ফলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৬৪ এবং সংস্থার সংখ্যা ৫৩তে পৌঁছেছে।

ইউক্রেনের একাধিক অঞ্চলে রাশিয়ার বিমান হামলা

কিয়েভ ঃ বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেন, রাশিয়ার বাহিনী রাতভর একাধিক শহরে বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত দুজন নিহত হয়েছে। খেরসনের আঞ্চলিক গভর্নর ওলেক্সান্ডার প্রোকুদিন বলেন, রাশিয়ার একটি হামলা একটি আবাসিক ভবনে আঘাত হেনেছে, এতে দুজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছে। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সের্গি পপকো টেলিগ্রামে বলেন, বিমান প্রতিরক্ষা রুশ ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করার পর ধ্বংসাবশেষ ইউক্রেনের রাজধানীতে পতিত হয়। উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভের আঞ্চলিক গভর্নর ভিটালি ক্লিটসকো বলেন, সাতজন আহত হয়েছেন এবং কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনে খারকিভের আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ সিনিয়েহুবভ বলেন, রাশিয়ার অন্তত ছয়টি হামলা খারকিভ শহরে আঘাত হেনেছে এবং বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাশিয়া বলেছে, তারা ক্রাইমিয়ান উপদ্বীপ এবং নিকটবর্তী কৃষ্ণ সাগরে ১৯টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার কুরস্ক, বেলগোরেড এবং ওরলভ অঞ্চলে ইউক্রেনের তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। বৃহস্পতিবার পোল্যান্ড বলেছে, তারা ইউক্রেনকে কেবল পূর্বে সম্মত গোলাবারুদ এবং অস্ত্র সরবরাহ করবে। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাতেউস মোরাউইকি ইউক্রেনে অস্ত্র হস্তান্তর বন্ধ করার ঘোষণা দেয়ার একদিন পর সরকারের মুখপাত্রের এ বিবৃতি এসেছে। পোল্যান্ড নিজেদের সর্বাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করতে কাজ করছে। পোল্যান্ডের কৃষকদের রক্ষা করার জন্য দেশটি ইউক্রেন থেকে শস্য আমদানিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর থেকে পোল্যান্ড এবং ইউক্রেনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নাগর্নো কারাবাখ যুদ্ধবিরতির পর আজারবাইজান এবং জাতিগত আর্মেনীয়রা আলোচনায় বসেছে

আজারবাইজান (এজেন্সী) ঃ বৃহস্পতিবার নাগর্নো কারাবাখের জাতিগত আর্মেনিয়ান প্রতিনিধিরা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার করার জন্য আজারবাইজান সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। নাগর্নো কারাবাখের স্থানীয় যোদ্ধারা আজারবাইজানের বাহিনীর অভিযান শেষ করতে অস্ত্র জমা দিতে সম্মত হওয়ার একদিন পর আজারবাইজানের ইয়েভলাখ এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিজস্ব আলোচনায় বসবে। নাগর্নো কারাবাখের প্রধান শহরে বৃহস্পতিবার বন্দুকযুদ্ধের খবর পাওয়া গেছে। এটিকে আর্মেনীয়রা স্টেপানাকার্ট বলে এবং আজারীরা বলে খানকেন্দি। জাতিগত আর্মেনীয়রা আজারবাইজানকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে। আজারবাইজানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ওই অঞ্চলের রাশিয়ার শান্তিরক্ষী রয়েছে। তারা বলেছে, তারা ওই এলাকা থেকে পাঁচ হাজার বেসামরিক নাগরিককে সরিয়ে নিয়েছে। নাগর্নো কারাবাখে আর্মেনিয়ানদের রক্ষা করার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশনিয়ানের পদত্যাগের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাতে বুধবার হাজার হাজার বিক্ষোভকারী আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে জড়ো হয়। আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ বুধবার এক টেলিভিশন ভাষণে নিজের বিজয় দাবি করে বলেছেন, আজারবাইজান এই অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করেছে। আজারবাইজান বলেছে, তারা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মঙ্গলবার তাদের অভিযান শুরু করেছে। ওই বিস্ফোরণে চারজন সেনা সদস্য এবং দুজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। নাগর্নো কারাবাখ অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে আজারবাইজানের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু এটি মূলত জাতিগত আর্মেনিয়ান অধ্যুষিত অঞ্চল। ১৯৯৪ সাল থেকে অঞ্চলটি জাতিগত আর্মেনিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ২০২০ সালের একটি যুদ্ধের পরে এটির কিছু অংশ আজারবাইজান পুনরুদ্ধার করেছিল।

জানুয়ারিতে পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

লাহোর ঃ পাকিস্তানে নির্বাচন আয়োজনের জন্য আনুষ্ঠানিক প্যানেল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে, বহুল প্রতীক্ষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণায় প্রায় দুই মাসের বিলম্ব নিশ্চিত করা হলো এবং তাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভাগ্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছে। একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন বা ইসিপি এই সিদ্ধান্তের পক্ষ নিয়ে বলেছে, সর্বসাম্প্রতিক জনসংখ্যা শুমারির পর দেশব্যাপী নির্বাচনী এলাকা পুনর্গঠনের জন্য আরও সময় প্রয়োজন।

বিদায়ী সংসদ ৯ আগস্ট তার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করার পরে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ তার সরকার ভেঙে দেয়ার পরে সংবিধান অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হক কাকারের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন থেকে প্রায় ২৪ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে ভোট তত্ত্বাবধানের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে সংসদীয় অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হলে সে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। ক্ষমতাচ্যুত পাকিস্তানি নেতা এবং তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ তখন থেকেই দেশে আগাম নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে আসছে। তারা অনাস্থা ভোটকে অবৈধ বলে নিন্দা জানায় এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এটি সাজানোর অভিযোগ করে। অবনতিশীল নিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সংকট কয়েক দশকের মধ্যে পাকিস্তানের সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে, মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে শেষ মুহূর্তের একটি বেইলআউট বা উদ্ধার প্যাকেজ ইসলামাবাদকে তাদের বিদেশী ঋণ পরিষেবার খেলাপি এড়াতে সহায়তা করেছিল।

ছাড়পত্র

আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র ভারতের এমবিবিএস ডিগ্রিকে

ভারতীয় ডাক্তাররা যুক্তরাষ্ট্র সহ আরও কিছু দেশে চিকিৎসা করতে পারবেন

নয়া দিল্লি ঃ ভারতীয় চিকিৎসকরা এবার দেশের পাশাপাশি বিদেশেও চিকিৎসা করতে পারবেন। তার জন্য আলাদা কোনও ডিগ্রি লাগবে না। ভারতীয় এমবিবিএস ডিগ্রিতেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এর মতো দেশে ডাক্তারি করা যাবে। ভারতের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)কে ১০ বছরের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিক্যাল এডুকেশন (ডব্লিউএফএমই)।

ডব্লিউএফএমই তাদের বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনকে আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ভারত থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে পাশ করা চিকিৎসকরা এবার বিদেশেও চিকিৎসা করতে পারবেন। আলাদা কোনও ডিগ্রি নিতে হবে না। এমনকী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে, তাতেও আর কোনও বাধা থাকবে না।

দেশের ৭০৬টি মেডিক্যাল কলেজ ডব্লিউএফএমইর ছাড়পত্র পেয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আগামী দিনে আরও নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হলে তারাও এই অনুমতিপত্রের আওতায় আসবে। এর ফলে দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলি যেমন আন্তর্জাতিক পরিচিতি পাবে, তেমনই দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও অগ্রগতি হবে বলে মনে করা হচ্ছে চিকিৎসক মহলে।

উল্লেখ্য, এর আগে ভারত থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে গিয়ে যেমন ডাক্তারি করা যেত না, তেমনই বিদেশ থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে দেশে চিকিৎসা করার অনুমতিও পাওয়া যেত না। ডব্লিউএফএমইর নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বিদেশ ফেরত ডাক্তারদেরও দেশে চিকিৎসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

নিয়ম হল, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কিউবা বাদে পৃথিবীর যে কোনও দেশ থেকেই এমবিবিএস পাশ করলে দেশে ফিরে ভারতীয়দের এফএমজিই পরীক্ষায় বসতে হয়। সেই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই ভারতে রোগী দেখার অনুমতি পাওয়া যায়। ডাক্তার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন মেলার আগে এক বছর ইন্টার্নশিপ করতে হয় সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে, যদি তিনি যেখান থেকে এমবিবিএস পাস করেছেন, সেখানে ইন্টার্নশিপ না করে থাকেন।

বস্তুত, কোভিড এর প্রকোপ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চীন, রাশিয়া, ইউক্রেন থেকে ভারতের অনেক ডাক্তারি পড়ুয়া এমবিবিএস পাশ করে দেশে ফিরলেও তারা বিদেশে ইন্টার্নশিপ করে ফিরতে পারেননি। তাই, ভারতে এক বছরের ইন্টার্নশিপ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। আর সেটা নিয়েই টানাপোড়েন শুরু হয়। দেশে ফিরেও বিপদে পড়তে হয় ডাক্তারি পড়ুয়াদের। এবার আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়ায় সেদিক থেকেও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ মহলে।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

দুই ঘন্টা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জরুরী বিভাগ থেকে শুরু করে হাসপাতালের ভিতর জল

মালদা ঃ টানা দুই ঘন্টা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাধিক ওয়ার্ড। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শহরের একাধিক এলাকাও। সোমবার বিকেলে থেকে টানা বৃষ্টির জেরে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগ থেকে শুরু করে হাসপাতালের ভিতর জল ঢুকে যায়। বিভিন্ন বিভাগেও জল ঢুকে যায়। জরুরী বিভাগের সামনে হাঁটু জলে পরিণত হয়। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় রোগী এবং আত্মীয়দের। জরুরী বিভাগ থেকে রোগীদের ভর্তি করতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে কার্যত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় রোগীর আত্মীয়দের। গোটা হাসপাতাল চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ায় অনেক আত্মীয়তদের আবার দেখা গেল রোগীকে নিয়ে যাওয়ার সময় ড্রেনের মধ্যে কোমর পর্যন্ত ঢুকে যেতে। এই নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। রোগীর আত্মীয়রা রোগীদের বহির্বিভাগে এক্সরে ইসিজি সিটি স্ক্যান বুকের ছবি করতে গেলে টলিতে জলের উপর দিয়ে হেটে নিয়ে যাচ্ছে সেই ছবি দেখা যায়। এই ঘটনায় রীতিমত অসন্তিতে পড়ে যাই মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। যদিও চিকিৎসার কোন বিঘ্ন ঘটেনি বলে জানাচ্ছেন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমএসভিপি পুরঞ্জয় সাহা। তিনি জানান জল হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে বাইরেও রয়েছে ভিতরেও রয়েছে পি ডব্লিউ ডি কে বলা হয়েছে তারা বিষয়টি জল নামানোর জন্য কাজও শুরু করে দিয়েছে

পাটের ন্যায্যমূল্য, ফায়ার স্টেশন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন দাবির সমর্থনে বিডিওকে স্মারকলিপি দেয় অগ্রগামী কিষাণ সভা

কোচবিহার ঃ ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে কোচবিহার ২ নং নম্বর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালো অগ্রগামী কিসান সভা। সোমবার কোচবিহার বিডিও অফিস সত্বরে তারা মিছিল করে এসে এই বিক্ষোভ দেখান। পাটের পর্যাপ্ত দাম, কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকে দমকল কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিনিয়ত লোডশেডিং সহ একাধিক দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখান তারা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট নেতা দীপক সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক নগেন্দ্রনাথ রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রায় ঘন্টাখানেক তারা এই বিক্ষোভ দেখান। সেই সাথে এদিন তারা কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিদ্যুতের সমস্যা মেটাতে শীঘ্রই চালু হবে হটলাইন পরিষেবা

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা চিরতরে মেটাতে হটলাইন পরিষেবা শুরু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। একইসাথে হাসপাতালে তৈরি হবে একটি নতুন মর্গ। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আয়োজিত রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক শেষে এমনটাই জানালেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সোমবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে হাসপাতালের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। জানা যায়, হাসপাতালের ক্যানসার ইউনিটের কাজ চালু করা হয়েছে। আরো বেশ কিছু কাজ রয়েছে যা নিয়ে ফের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানান, হাসপাতালে প্রায়ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হত সেই সমস্যা সমাধানে হটলাইন পরিষেবা চালু হবে।

এসটিএফ এবং পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জাল নোটসহ বিহারের দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো

মালদা ঃ গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে এসটিএফ এবং পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জাল নোটসহ বিহারের দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো। রবিবার গভীর রাতে পুরাতন মালদা থানা নারায়ণপুর স্ট্যান্ড থেকে ওই দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৫ হাজার টাকার জালনোট। উদ্ধার হওয়া জাল নোট গুলো সবই ৫০০ টাকার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই জাল নোট পাচারকারীর নাম সঞ্জয় কুমার জয়সওয়াল এবং পঙ্কজ কুমার শাহ। এদিন রাতে বিহারের ওই দুই পাচারকারী দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর এলাকা থেকেই এই জাল নোটগুলি সংগ্রহ করে। এরপরই মালদা হয়ে ঝাড়খণ্ডে তাদের যাওয়ার কথা ছিল। তার আগেই এসটিএফের কর্তারা এই জালনোট পাচার চক্রের বিষয়টি গোপন সূত্রে জানতে পারে। তারপরেই পুরাতন মালদা থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ওই দুই দুষ্কৃতীকে নারায়নপুর এলাকা থেকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তদন্তকারী পুলিশকর্তাদের প্রাথমিক অনুমান, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্তের ওপার থেকেই হয়তো এই জাল টাকাগুলি সংগ্রহ করে থাকতে পারে ধৃতেরা। সেগুলি ভিন রাজ্যে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। সোমবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পঞ্চায়েতের সঞ্চালক গঠন ঘিরে উত্তেজনা মালদার গাজোলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির সামনে হাতাহাতি

মালদা ঃ পঞ্চায়েতের সঞ্চালক গঠন ঘিরে উত্তেজনা মালদার গাজোলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির সামনে হাতাহাতি। ঘটনাটি মালদার গাজোলের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। স্থায়ী কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এলো তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নয় বাবুপুর স্ট্যান্ড এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়।প্রকাশ্যেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কর্মীরা।

জানা গিয়েছে,মালদার গাজোলের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ১২টি। এর মধ্যে তৃণমুল পায় ৫টি ও বিজেপি, সিপিএম,কংগ্রেস ও জেডিপি পায় ৭টি আসন।এরপর সিপিএম এর সিম্বলে জয়ী দিপালী বেসরা তৃণমুলে যোগদন করে। তৃণমুলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ ও জোটের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৬।স্বাভাবিক ভাবেই টসের মাধ্যমে প্রধান হয় তৃণমুলের রোজী সুলতানা পারভিন ও উপপ্রধান হয় দিপালী বেসরা তৃণমুলের।সোমবার ছিল সঞ্চালক গঠনের দিন।এদিন পঞ্চায়েতে জয়ীরা উপস্থিত হয়।শুরু হয় সঞ্চালক গঠনের প্রক্রিয়া কিছুক্ষনের মধ্যে তৃণমুলের জয়ীরা বেড়িয়ে আসে।ফলে জোটের জয়ী প্রার্থীরা সঞ্চালক গঠন করে। তৃণমুলের এক গোষ্ঠীর অভিযোগ যারা জয়ী হয়েছে তাদেরকে দলের একাংশ সঞ্চালক হতে বাধা দেয়। দলে তাদের ভাঙানো হয়েছে। যার কারনে এদিন আমরা বাধ্য হয়ে সঞ্চালক গঠন থেকে বেড়িয়ে যায়। অপর পক্ষের অভিযোগ মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ। দলে এই ধরনের কোন কাজ করা হয় নি। এরপর গ্রামপঞ্চায়েত থেকে বেড়িয়েই শুরু হয়ে যায় তর্কাতর্কি ও হাতাহাতি।

এগারোজনকে গ্রুপ ডি পদে চাকরি

আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে চা শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার নির্দেশ, ২২ সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ দেউচা পাচামী কোল ব্লকের এগারোজন জমিদাতার হাতে বৃহস্পতিবার সিউড়ি জেলাশাসক অফিসে গ্রুপ ডি পদে চাকরির নিযোগপত্র তুলে দেন জেলাশাসক বিধান রায় । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, দেউচা পাচামী কোল ব্লকের প্রস্তাবিত কয়লাখনির জন্য জমি বিঘা প্রতি তেরো লাখ টাকা করে দাম দেওয়া হবে । সাধারণ মানুষজন জমিদান করেছে । আজ এগারোজন জমিদাতাকে নিযোগপত্র তুলে দিলাম । আরো পঁচিশজনকে চাকরি দেবো । বারো ও তেরো নং লট আগামী ক্যাবিনেটের জন্য কলকাতায় আছে । নিযোগপত্র পাওয়া প্রতিমা সাহা,তসলিন ফতেমা বলেন, গ্রুপ ডি পদে চাকরি পেয়েছি । খুব ভালো লাগছে আনন্দিত হয়েছি ।

এসিতে আগুন চাঞ্চল্য

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি বাজাজ অ্যালায়েনস অফিসের বাইরে এসি থেকে সকালে ধোঁয়া বেরোতে থাকায় শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । ঘটনাস্থলে আসে দমকল । ব্রাঞ্চ অপারেশন হেড নন্দকেশ্বর কর্মকার বলেন, যা কিছু হয়েছে আউডডোরে হয়েছে ইনডোরে কিছু হয় নি । কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি । অফিসের কমী মলয় মাঝি বলেন, শট সার্কিট থেকে হয়েছিল । পাইপ লাগিয়ে জল দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছি ।

দিনেদুপুরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি পড়ুয়াকেকে অপহরণ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শান্তিনিকেতন ইন্দিরাপল্লী ভাড়া বাড়ী থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদেশি পড়ুয়াকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠলো দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । অপহৃত ছাত্রের নাম পান্না চা মায়ানমারের বাসিন্দা । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে পিএইচডি করছে । একুশে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ সাত থেকে আটজন দুস্কৃতী গাড়ি নিয়ে ভাড়া বাড়িতে এসে জোরপূর্বক ছাত্রটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় । থানায় মেল করে অভিযোগ দায়ের করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

একাধিক দাবিতে জেলাশাসককে স্মারকলিপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ইউসিসি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে,আদিবাসীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা যাবে না,ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে সহ পনেরো দফা দাবিতে শুক্রবার জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিলো ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল বীরভূম জেলা পরগনা পক্ষ থেকে । রাজ্য কমিটির সদস্য রামকৃষ্ণ মাডডি বলেন, অবিলম্বে ইউসিসি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) বাতিল করতে হবে । আদিবাসীদের জোরপূর্বক জমি দখল করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো ।

সাইথিয়া হত্যায় গ্রেপ্তার দুই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তেরো সেপ্টেম্বর সাহাপুর এলাকা থেকে বুবাই হেমব্রম নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল সাইথিয়া থানার পুলিশ । ঘটনার তদন্তে নেমে শিবা চক্রবর্তী এবং রুদ্রপ্রসাদ বাগদী নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে সাইথিয়া থানার পুলিশ । শুক্রবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চোদ্দো দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক । আইনজীবী সুব্রত দে বলেন, রাত একটার সময় পুলিশ ধরে এনে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলে । আসামীরা সম্পূর্ণ নির্দোষ সেইসময় ঘটনাস্থলে ছিল না । ধৃত দুইজনের মধ্যে একজনের বয়স আঠারোউনিশ বছরের মধ্যে এবং অপরজন বাইশ বছর । একজন পড়াশোনা শেষ করেছে অন্যজনের পড়াশোনা চলছে ।

মোবাইলে গেম খেলার সময় পিছন থেকে বিষধর সাপের ছোবল মৃত্যু বালকের

উত্তর ২৪ পরগনাঃ বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার দুলালী গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটাবাড়ি এলাকার ঘটনা। বছর ছয় এর সাইন সরদার বাবার সঙ্গে এলাকার একটি দোকানে খাবার কিনতে যায়। সেই সময় বাবার মোবাইল ফোন নিয়ে একটি বেঞ্চের উপর বসে গেম খেলছিল। সেই সময় পিছন দিক থেকে একটি বিষধর সাপ এসে ছোবল মারে হঠাৎই অচৈতন্য হয়ে পড়লে। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে যোগেশগঞ্জ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তারপর শারীরিক অবনতি হলে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে পড়েছে কোটা বাড়ি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বেশ কয়েকদিন ধরে একটি বিষধর সাপ এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। সেই সাপের ছোবলেই মৃত্যু হয়েছে ওই বালকের। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। গোটা এলাকায় এখন শোকের ছায়া।

হাতপা বাঁধা অবস্থায় যুবকের দেহ উদ্ধার ভাটপাড়ায়, খুনের অভিযোগ পরিবারের

কাঁকিনাড়া ঃ হাতপা বাঁধা অবস্থায় যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার ১ নম্বর গলিতে। মৃতের নাম জামিল আক্তার (৩০) । সোমবার সকালে ঝুপড়ি ঘরের মধ্যে হাতপা বাঁধা এবং গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতার জামাই বাবু সাজিদ আলির অভিযোগ, তাঁর শ্যালককে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে ভাটপাড়া থানার পুলিশ।।

এ ব্লকের আবাসিকরা প্রধান ফটক বন্ধ করে বিক্ষোভ

নদিয়া ঃ অন্য হস্টেলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় নদিয়ার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের রমনা আবাসের এ ব্লকের আবাসিকরা প্রধান ফটক বন্ধ করে বিক্ষোভে বসলেন। সোমবার সকাল ১১টা থেকে রমনা আবাসের মিল বন্ধ করে জগদীশ আবাসে মিল চালু করায় প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসে খেতেও বসেন। তাঁদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন করতে চাইছেন।

ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কয়লাখনি দূর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ এবার সেলুলয়েডে , মুক্তির অপেক্ষায় মিশন রানিগঞ্জ

আসানসোল ঃ প্রায় সাড়ে তিন দশক আগের কথা। ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর। ঐ দিন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রানিগঞ্জের কয়লাখনি এলাকার ইসিএলের ভূগর্ভস্থ মহাবীর কোলিয়ারিতে আচমকা দামোদর নদীর জল ঢুকে পড়ে। সেই সময় ঐ কয়লাখনির ভেতর বা আন্ডারগ্রাউন্ডে ২৩২ জন কর্মী কাজ করছিলেন। জলমগ্ন খনির ঐ ভেতর থেকে কোনক্রমে নিজেদের প্রাণ নিয়ে ১৬১ জন কর্মী উপরে উঠে আসেন। জলমগ্ন ঐ খনি গর্ভে থেকে যায় ৭১ জন কর্মী। সেই ৭১ জনকে উদ্ধারের জন্য ইসিএলের মাইনস রেসকিউ স্টেশন নানান পদ্ধতি শুরু করলেও, ক্রমশ সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। আর এমন অবস্থায় তখন ইসিএলের অ্যাডিশনাল চিফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যশবন্ত সিং গিল নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন খনি গর্ভে আটকে থাকা কর্মীদের উদ্ধারের জন্য। তারই মাথা থেকে বেরিয়ে আসে এক বিশেষ ধরনের ক্যাপসুল। ইস্পাত দিয়ে তা তৈরি করা হয় তার টিমের মাধ্যমে ইসিএলের সোদপুর ওয়ার্কশপে। সেই ক্যাপসুল জলমগ্ন খনির ভেতরে নামিয়ে তিনি তিন দিনের মাথায় প্রথম উদ্ধার করেন একজন অসুস্থ কর্মীকে। তারপর ১৬ নভেম্বর আরো ৬৪ জন অর্থাৎ মোট ৬৫ জনকে উদ্ধার করে আনেন সেই ক্যাপসুল দিয়ে। ৬ জন মারা গেছিলেন এই দুর্ঘটনায়। ভারতবর্ষের কয়লা খনির ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় খনি দুর্ঘটনা। এমন একটা ঘটনায় তিনদিন পরে জীবন্ত অবস্থায় ৬৫ জন সহকর্মীকে নিজের তৈরি ক্যাপসুল তৈরি করে উদ্ধার করার জন্যই পরবর্তীকালে তার নাম ক্যাপসুল গিল হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯৯১ সালের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটেশ্বর রহমান যশবন্ত সিং গিলকে সর্বোত্তম জীবন রক্ষা পদক পুরস্কারে সম্মানিত করেন। পাঞ্জাবের অমৃতসরে ২২ নভেম্বর ১৯৩৯ সালে যশোবন্ত সিং গিল জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের জন্মভূমিতেই মারা যান তিনি। সেই যশবন্ত সিং গিলকে সামনে রেখে টিনু সুরেশ দেশাই মিশন রানিগঞ্জ নামে একটি সিনেমা করছেন। ঐ সিনেমার পোস্টার চারদিন আগেই রিলিজ করা হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দূর্গাপুজোর আগেই আগামী ৬ অক্টোবর এই সিনেমাটি মুক্তি পেতে চলেছে। যশবন্ত সিং গিলের চরিত্রে অভিনয় করছেন অক্ষয় কুমার। রয়েছেন পরিণীতা চোপড়াও।

গোডাউনে হানা দিয়ে বিপুল পরিমান বাজি উদ্ধার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ

বর্ধমান ঃ ফের বর্ধমান শহরের জেলখানা মোর রোসিকপুর এলাকা থেকে রবিবার রাতে একটি গোডাউন হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ বাজি উদ্ধার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ,গোডাউনে হাজির হয় ট্রাফিক ডিএসপি ২রাকেশ কুমার চৌধুরী। ইতিপূর্বেও একাধিক জায়গা থেকে বাজি উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে বর্ধমান সদর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপুল পরিমান বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ।যদিও এই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার বা আটক করতে না পারলেও ধারাবাহিক তদন্ত এবং নজরদারি চলছে পুলিশের তরফ থেকে বলে জানানো হয়েছে।

পাড়ার কুকুরদের শিক দিয়ে আঘাত! প্রতিবাদ করে আক্রান্ত পশুপ্রেমীর দল

বারুইপুর ঃ পাড়ার কুকুরদের লক্ষ্য করে শিক দিয়ে আঘাত! দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে উঠেছিল এমনই অভিযোগ। আর তাদের হাত থেকে কুকুরদের বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন প্রতিবেশীরা। কারও মাথা ফাটল, তো কারও শরীরে একাধিক আঘাত, রক্তারক্তি কাণ্ড। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকার নড়িদানায়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত কার্তিক মণ্ডল নামে যুবক।জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তিরা এলাকার বেশ কিছু কুকুরকে রোজ খাবার দেন ও তাদের দেখভাল করেন। অভিযোগ, তাঁদের চোখের সামনেই একটি কুকুরকে ধারালো লোহার শিক দিয়ে পায়ে আঘাত করে এলাকার কিছু যুবক। ঘটনার প্রতিবাদ জানান কার্তিক মণ্ডল নামে ওই যুবক ও তাঁর পরিবার। অভিযোগ, তারপরই কার্তিক মণ্ডল ও তাঁর পরিবারকে প্রথমে গালিগালাজ করে ওই যুবকরা। পরে বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করে প্রায় ২৫, ৩০ জন মদ্যপ যুবক।অভিযোগ, কার্তিক মণ্ডলের ছেলে অভিষেকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আক্রান্ত অভিষেক মণ্ডল জানাচ্ছেন, মাঠে ছিলাম। হঠাৎ শুনি, আমরা যে কুকুরগুলোকে খেতে দিই, দেখাশোনা করি, তারা খুব চিৎকার করছে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা কুকুরের পায়ে এফোড়ওফোড় করে শিক গেঁথে গিয়েছে। পাড়ারই কয়েকজন ছেলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমি প্রতিবাদ করতে গেলে ব্যাপক ঝামেলা পাকায়। তারপর বাড়িতে এসে মারধর করে। অভিষেকের বাবার অভিযোগ, ওদের কথাবার্তাই আলাদা। বলছে, কী করবেন করে নিন। কুকুরদের উপর এভাবে অত্যাচার করছে! ওদের কি প্রাণ নেই?এই ঘটনায় একাধিকজনের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত যুবকরা।

অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার

মান্দারমনি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর বিধানসভার মান্দারমনি কোস্টাল থানার অধীন চাঁদপুর এলাকায় সিবিজের ধারে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হল। জানি রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন সকালে স্থানীয় মানুষ যারা বোতল কুড়াতে আছেন তারাই পাথরের উপরে এই অর্ধনগ্ন মৃত দেহটি দেখতে পান। পরে স্থানীয়রা দীঘা মান্দারমনি কোস্টাল থানার কে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তবে স্থানীয় মানুষরা জানিয়েছেন এই মৃতদেহটি এখানকার নয় কেউ তাকে বাইরে থেকে এনে ধর্ষণ করে খুন করেছে বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন। যদি বা পুলিশের তরফ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এ ধরনের ঘটনা ঘটায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় মানুষের মনে সি মেরিন ড্রাইভ এলাকায় রাস্তা শুনশান থাকার কারণে এবং সেই সঙ্গে রাস্তার পাশে কোন স্ট্রিট লাইট না থাকার কারণে পর্যটকের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি দুস্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ছেতাই স্থানীয় মানুষের দাবি অবিলম্বে এইসি ডাইক এলাকায় ও মেরিন ড্রাইভ এলাকায় অবিলম্বে স্ট্রীট লাইট এবং পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হোক।

গাজোলে বিশ্বকর্মা পুজোর প্রস্তুতি ঘিরে চলছে মৃৎশিল্পীদের মধ্যে জোড় ব্যস্ততা

মালদা ঃ গাজোলে বিশ্বকর্মা পুজোর প্রস্তুতি ঘিরে চলছে মৃৎশিল্পীদের মধ্যে জোড় ব্যস্ততা। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজো। বিভিন্ন কলকারখানা যানবাহন স্ট্যান্ডগুলিতে মূলত বিশ্বকর্মা পুজোর প্রচলন রয়েছে। সঠিক সময় যাতে পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে যাতে প্রতিমা মৃৎশিল্পীরা পৌছে দিতে পারেন তার জন্যই শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা । গাজোলের কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী মধুসূদন পাল জানিয়েছেন, এবছর বিশ্বকর্মা মূর্তি অর্ডার ১২০ টি পেয়েছেন । এছাড়াও রেডিমেড বিশ্বকর্মা ঠাকুরের মূর্ত বানিয়ে থাকেন । বিশ্বকর্মা মূর্তি বিভিন্ন দামের রয়েছে যদিও এবছর প্রতিমা তৈরীর উপকরণ এর দাম অনেকটাই বেড়েছে ফলে কিছুটা হলেও মৃৎশিল্পীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পালিত করা হয়েছিলো শিক্ষক দিবস

মালদাঃ গত ৫ই সেপ্টেম্বর ছিল শিক্ষক দিবস। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পালিত করা হয়েছিলো শিক্ষক দিবস। কিন্তু হবিবপুর ব্লকের শোভারানী বিএড কলেজে সোমবার পালিত হয় শিক্ষক দিবস।এবিষয়ে এক ছাত্র জানান গত ৫তারিখ ছিল ওই বিএড কলেজের পরীক্ষা। পরীক্ষা থাকায় পালন করা হয়নি শিক্ষক দিবস।সেই দিনটিকে সামনে রেখে এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন মধ্যে দিয়ে অতিথিদের বরণ করে কেক কেটে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় শিক্ষক দিবস।এছাড়াও ওই কলেজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুঞ্জ বর্মন সহ বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা ও ছাত্রছাত্রীরা।

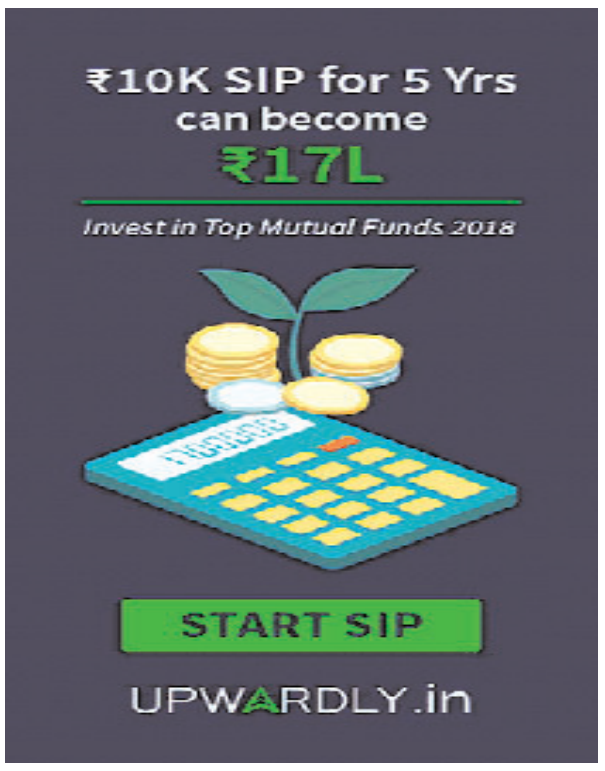

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমএর অধীনে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

নাগাল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আজ লঙ্কা, লামডিং ও ডিমাপুর স্টেশনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেলেন যেগুলি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনর্বিকাশ করা হবে। তিনি অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে করণীয় বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারকে সঙ্গ দিয়েছেন বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও ডিভিশনাল আধিকারিকদের সাথে লামডিঙের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী প্রেম রঞ্জন কুমার।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে লংকা, লামডিং ও ডিমাপুর স্টেশনকে যথাক্রমে ৩০.১ কোটি টাকা, ৪০.৮ কোটি টাকা ও ২৬৫.৬ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে পুনর্বিকশিত করা হবে। জেনারেল ম্যানেজার নতুন স্টেশন বিল্ডিং, ক্রু লবি, ফুট ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম ও অন্যান্য যাত্রী সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত কাজের পরিকল্পনাগুলি পুংখানুপুংখভাবে পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তিনি মিডিয়া জার্নালিস্টদের একাধিক প্রতিনিধিদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং রেলওয়ে বোর্ডের জারিকৃত নির্দেশাবলি অনুযায়ী এই জোনের মধ্যে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে লংকা, লামডিং ও ডিমাপুরের মতো স্টেশনগুলির উন্নয়ন করা হবে।

এছাড়াও, জেনারেল ম্যানেজার নাগাল্যান্ডের ট্রেডার, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে ডিমাপুরে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত করেন। এই বৈঠকের লক্ষ্য ছিল নাগাল্যান্ডে দক্ষ লজিস্টিক ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া এবং দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন স্থানে নাগাল্যান্ড থেকে আরও বহু সামগ্রী পৌঁছে দিতে সক্ষম করা। স্টেশন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং ব্যবসা সহজভাবে করার জন্য টার্মিনালগুলির আরও উন্নয়নের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে প্রস্তাব ও পরামর্শ বিনিময় করা হয়। রেলওয়ে ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ভালো সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে চারপাশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য উভয় পক্ষের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির সাথে বৈঠকটির সফল সমাপ্তি ঘটে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ০৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে দেশজুড়ে মোট ৫০৮টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই স্টেশনগুলি নবীকরণের মাধ্যমে রাজ্যের রেলওয়ে ব্যবহারকারীদের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। এর পাশাপাশি, পুনর্বিকশিত করা স্টেশনগুলি রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি করবে। যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে এবং এর মাধ্যমে রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ভারত-ক্যানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো তলানিতে

কলকাতা ঃ ভারত ও ক্যানাডার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো খারাপ হলো। ট্রুডো আবার একই অভিযোগ করেছেন। ভারত প্রমাণ চায়। যত দিন যাচ্ছে, ততই ভারত ও ক্যানাডার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো খারাপ হচ্ছে। ভারত জানিয়েছে, ক্যানাডাকে তাদের দূতাবাস থেকে কর্মী কমাতে হবে। কারণ, ক্যানাডায় ভারতের দূতাবাসে যত কর্মী আছে, তার থেকে অনেক বেশি কর্মী দিল্লিতে ক্যানাডার দূতাবাসে আছে। শুধু তাই নয়, ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ক্যানাডা এখনো পর্যন্ত খালিস্তানপন্থি শিখ নেতা নিজ্জরের হত্যা নিয়ে কোনো তথ্যপ্রমাণ দেয়নি। শুধুমাত্র অভিযোগ করেছে। তারা নির্দিষ্ট তথ্য চায়। ভারত এটাও জানিয়ে দিয়েছে, ক্যানাডায় দূতাবাসকর্মীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এই অবস্থায় সেখানে ভিসা দেয়ার কাজ করা হবে না। সংবাদসংস্থা এপিকে ক্যানাডার এক সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভারতীয় কূটনীতিকদের উপর নজরদারি করা হয়েছিল। তারপরই ট্রুডো নিজ্জর হৎযাকাণ্ড নিয়ে ওই অভিযোগ করেছেন। ক্যানাডা ফাইফ আই ইনটেলিজেন্স শেয়ারিং সিস্টেমের সদস্য। এখানে অ্যামেরিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ক্যানাডা গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করে। সেখান থেকেই ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে কূটনীতিকদের বার্তাবিনিময় ক্যানাডা পেয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকের সাইডলাইনে ট্রুডো বলেছেন, ''ক্যানাডা ভারতের সঙ্গে সমস্যা তৈরি করতে চায় না। তারা ভারতকে উসকানি দিতেও চায় না। তারা চায় সত্য জানার জন্য ক্যানাডা ও ভারত একসঙ্গে কাজ করুক। ভারত যেন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়, পুরো স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে।'' ট্রুডো বলেছেন, ''আমরা এমন একটা দেশ, যেখানে আইনের শাসন চালু আছে। আমরা ক্যানাডার নাগরিকদের নিরাপদে রাখতে চাই।'' অ্যামেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুলিভান জানিয়েছেন, ''ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন, তাতে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত। আমরাও জানতে চাই, কী হয়েছিল। ক্যানাডার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখেছি। পরামর্শও দিচ্ছি। ক্যানাডার তদন্তকে আমরা সমর্থন করি।'' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, ''ক্যানাডা অভিযোগ করেছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, এই অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা মনে করি, তাদের অভিযোগ পক্ষপাতপূর্ণ।'' তিনি জানিয়েছেন, ''অভিযোগ করার আগে বা পরে ক্যানাডা কোনো তথ্যপ্রমাণ ভারতকে দেয়নি। আমরা বলেছি, কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পেলে দেখব। এখনো কিছু পাইনি। আমাদের তরফ থেকে ক্যানাডাকে কিছু ব্যক্তির ভারত-বিরোধী কাজের নির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছি। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।'' অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, ''আমরা আমাদের বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে এই বিষয়সহ নানা বিষয়ে কথা বলেছি এবং বলছি। আমরা আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছি।'' কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, ''ক্যানাডা এরকম একটা গুরুতর অভিযোগ করছে, কিন্তু কোনো প্রমাণ দিচ্ছে না, এটা আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। ওখানে ভারত-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী পোস্টার লাগানো হয়েছে, ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে, কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ কিছুই করেনি।''

উত্তর অ্যামেরিকার সমর্থন ধরে রাখতে মরিয়া জেলেনস্কি

ওয়াশিংটন ঃ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট অ্যামেরিকা ও ক্যানাডা সফর করে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা অটুট রাখার চেষ্টা করছেন। ওয়াশিংটনে বাইডেন সরকারের বিরোধীদের সমর্থনও চেয়েছেন তিনি।

প্রায় ১৯ মাস ধরে রাশিয়ার হামলার মুখে পশ্চিমা বিশ্বের সামরিক ও অন্যান্য সহায়তা পেয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেন। কিন্তু সম্প্রতি সেই লাগাতার সহায়তায় কিছু ফাটল দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা ক্লান্তি ও রুশ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যথেষ্ট সাফল্যের অভাব এর অন্যতম কারণ। এমন পরিস্থিতিতে অ্যামেরিকা ও ক্যানাডা সফর করে যতটা সম্ভব সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি।

জেলেনস্কির ওয়াশিংটন সফর উপলক্ষ্যে মার্কিন প্রশাসন প্রায় ৩২ কোটি ৫০ লাখ ডলার অংকের নতুন সামরিক সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে আরো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পেতে চলেছে ইউক্রেন। তবে সে দেশ এটিওসিএমএস মিসাইল চাইলেও ওয়াশিংটন আপাতত সেই অনুরোধ মানতে নারাজ। মোটকথা রাশিয়ার হামলা প্রতিহত করতে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে আপত্তি না থাকলেও রাশিয়ার উপর সক্রিয় হামলার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের প্রশ্নে আরো সতর্কতা অবলম্বন করে চলেছে অ্যামেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্ব। তাই প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম এটিওসিএমএস মিসাইলের প্রশ্নে ওয়াশিংটনের সংশয় এখনো কাটছে না। তা সত্ত্বেও প্রায় ৫৭৫ দিনের যুদ্ধে অ্যামেরিকা এখনো পর্যন্ত মোট ৪,৩৯০ কোটি ডলার অংকের সামরিক সহায়তা দিয়ে এসেছে, যা অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। রাশিয়ার হামলার মুখে একটানা সহায়তার জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আলোচনার পর জেলেনস্কি বলেন, অ্যামেরিকার নতুন সামরিক প্যাকেজে ঠিক সেই সব অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সরঞ্জাম থাকছে, যা ইউক্রেনের সৈন্যদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন। আসন্ন শীতকালে রুশ হামলা

প্রতিহত করতে এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা আরো জোরদার করার জন্যও তিনি ধন্যবাদ জানান। বাইডেন জানান, আগামী সপ্তাহেই ইউক্রেন আব্রামস ব্যাটেল ট্যাংক হাতে পাবে। গত জানুয়ারি মাসে সেই সিদ্ধান্তের পর অবশেষে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন ও সহায়তা চালিয়ে গেলেও মার্কিন রাজনৈতিক মহলে সার্বিক সহানুভূতি ও সামরিক সাহায্যের প্রশ্নে ঐকমত্যে ফাটল দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিরোধী রিপাব্লিকান দলের একাংশ এমনকি খোলাখুলি এমন সহায়তার বিরোধিতা শুরু করেছে। ফলে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের অধিবেশন ডেকে জেলেনস্কির ভাষণের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়নি। অথচ গত ডিসেম্বর মাসে সেটা সম্ভব হয়েছিল। এবারের সফর মূলত রুদ্ধদ্বার বৈঠকেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সংশয় দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁদের সহায়তার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইউক্রেনের প্রতি সমর্থনের জন্য জেলেনস্কি সাংবাদিকদেরও ধন্যবাদ জানান।

ফক্স এবং নিউজ কর্প থেকে সরে দাঁড়ালেন রুপার্ট

লন্ডন ঃ মিডিয়া মুঘল রুপার্ট মার্ডক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসংস্থার দায়িত্ব তুলে দিলেন ছেলের হাতে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় নিউজ নেটওয়ার্কের মালিক রুপার্ট মার্ডক। ফক্স নিউজের পাশাপাশি নিউজ কর্পের মালিক তিনি। এই নিউজ কর্পের হাতে আছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং টাইমস গ্রুপ। যা গোটা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। এতদিন নিজের হাতে এই সংস্থা সামলেছেন রুপার্ট। এবার তার দায়িত্ব ছেলের হাতে তুলে দিয়ে কাজ থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। সংস্থার কর্মীদের কাছে একটি নোট পাঠিয়েছেন তিনি। তাতে লেখা আছে, 'প্রিয় সহকর্মীরা, আমি নিজের দায়িত্ব পরিবর্তন করে চেয়ারম্যান এমিরেটাস হতে চলেছি।' এরপরেই ওয়াল স্ট্রিট টুইট করে রুপার্টের কার্যত অবসর গ্রহণের কথা জানিয়ে দেয়। দীর্ঘ সাত দশক ধরে গণমাধ্যমের বিশ্বে রাজত্ব তৈরি করেছেন রুপার্ট। ৯২ বছরের এই মিডিয়া ব্যারন অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হলেও পরবর্তীকালে অ্যামেরিকার নাগরিকত্ব নেন তিনি। তার ৫২ বছরের ছেলে লাছলান এবার সংস্থার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে নিলেন। এতদিন বাবার সঙ্গে কাজ করতেন তিনি। লাছলান জানিয়েছেন, 'আমরা খুশি যে বাবা সম্পূর্ণ অবসর নিচ্ছেন না। চেয়ারম্যান এমিরেটস হিসেবে তিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে থাকবেন।' ১৯৬০ সালে অ্যাডিলেডে প্রথম ব্যবসা শুরু করেছিলেন রুপার্ট। বাবার কাছ থেকে বেশ কয়েকটি পত্রিকার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। কারণ তার বাবাও পত্রিকা চালাতেন। সেখান থেকে বিশাল মিডিয়া সাম্রাজ্য তৈরি করেন রুপার্ট। ২০২০ সালে ফোর্বস হিসেব করে জানিয়েছিল, রুপার্টের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অ্যামেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্যে মার্ডকের সংস্থা ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে ফক্স নিউজ অন্যতম। মার্ডকের নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা বহু সময়েই তার সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফক্স নিউজ পরিচিত তার দক্ষিণপন্থি অবস্থানের জন্য। ২০২০ সালে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলায় মার্ডককে সমস্যার মুখেও পড়তে হয়েছিল। এছাড়াও তার ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পরিচিত অর্থনৈতিক খবরের কাগজ হিসেবে। যুক্তরাজ্যে ১৯৮১ সালে দ্য টাইমস প্রতিষ্ঠা করেন রুপার্ট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যা পরবর্তী সময়ে প্রথম সারির খবরের কাগজে পরিণত হয়। এছাড়াও তার সানডে টাইমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র।

সমুদ্রের মাঝে ফ্রান্সের রহস্যে ভরা মঠ

প্যারিস ঃ সমুদ্রতীরের কাছে এক দ্বীপের উপর মঠ। শুধু ভাটার সময়েই সেখানে পৌঁছানো যায়। ফ্রান্সের এই সৌধের টানে অনেক পর্যটক ভিড় করেন। প্রায় হাজার বছর পুরানো সেই অ্যাবির অনেক রহস্য আজো অজানা থেকে গেছে।

ফ্রান্সের মঁ স্যাঁ মিশেল মধ্যযুগের সবচেয়ে জটিল নির্মাণের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত। আজও সেখানে পৌঁছানোর পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। তবে অক্ষত শরীরে একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে অনেক রহস্য সমাধানের সুযোগ রয়েছে। আন ল্য পাজ নয় বছর ধরে মঁ স্যাঁ মিশেল অ্যাবির গাইডের কাজ করছেন। এই অ্যাবি চার্চের অর্ধেক রোমানেস্ক, বাকি অর্ধেক গথিক শৈলি অনুযায়ী তৈরি। আনাচেকানাচে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে গভীর রহস্যগুলি আন্ পরে জানাবেন। সবার আগে তিনি একটি দরজার মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীদের নিয়ে গেলেন। এই 'ফ্লাইং বাট্রেস' গথিক নির্মাণশৈলির বৈশিষ্ট্য। সেগুলি বাইরের কাঠামো ধরে রাখে। একটি অংশ বিশেষ সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সেটির আরো একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আন ল্য পাজ বলেন, ''এটি এক ফ্লাইয়িং বাট্রেসের উপর গড়ে তোলা হয়েছে, যা আসলে ঘোরানো সিঁড়ি। অনেকটা গ্র্যানাইটের মধ্যে লেসের কাজের মতো। মনে রাখতে হবে, সেই মধ্যযুগেই এটা তৈরি হয়েছে। আমরা প্রায় শীর্ষে পৌঁছে গেছি। এবার বামদিকে শুধু বেল টাওয়ার এবং শেষে একেবারে উপরে আর্চ্যাঙ্গেল স্যাঁ মিশেলে যাওয়া যায়। সেটিকে আবার সম্ভাব্য ঝড়ঝঞ্ঝা বা বজ্রপাত প্রতিরোধের লাইটনিং রড হিসেবেও কাজে লাগানো হয়। কারণ অতীতে এমন বিপর্যয়ের ফলেই বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'' আজ যেখানে পর্যটকরা ছবি তুলতে ভিড় করেন, হাজার বছর আগে সেখানে বেনিডিক্টাইন সন্ন্যাসীরা বাস করতেন। মধ্যযুগেই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই অ্যাব দর্শন করতে আসতেন। পর্যটকদের ভিড়ের মাঝে কি বোঝা যায়, যে আজো সন্ন্যাসীরা সেখানে বাস করছেন? আন জানালেন, ''আসলে পাঁচ জন সন্ন্যাসী ও সাত জন সন্ন্যাসিনী, অর্থাৎ ১২ জন দিনে তিন বার প্রার্থনা করেন। ফরাসি সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার আওতায় এই সৌধে সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে। এর বদলে তাঁরা সেখানে থাকার সুযোগ পান। অবশ্যই ব্যক্তিগত স্তরে সেই ব্যবস্থা রয়েছে।''

ভ্রমণের শেষে মঁ স্যাঁ মিশেলের সবচেয়ে কালো অধ্যায়ের দিকে নজর দেবার পালা। অত্যন্ত জঘন্য অপরাধীদের জন্য দুটি আইসোলেশন সেল এখনো সেখানে দেখা যায়। ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত সময়ে গোটা অ্যাবিটা কারাগার হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে। আন ল্য পাজ বলেন, ''সম্ভবত অনেক ঘণ্টা বা অনেক দিন ধরে থাকা বন্দিরাই খোদাই করে কিছু লিখেছে। কয়েকজন বন্দি তাদের কয়েক বছরের কষ্টের কথা বিভিন্ন

জায়গায় লিখেছে। ভাবুন, এখানে থাকা কত ভয়ংকর ছিল।''

অনেক শতাব্দী ধরে এই মঠ দ্বীপে যা ঘটেছে, তার অনেকটাই এখনো অজানা। গবেষণা চালিয়েও হয়তো অনেক তথ্য কখনোই জানা যাবে না। তাই মঁ স্যাঁ মিশেলকে ঘিরে আজও অনেক অনুমান ও কল্পনা দানা বাঁধছে।

জাতিসংঘের বিপুল সংস্কার প্রয়োজন ঃ বেয়ারবক

বার্লিনঃ জাতিসংঘের কাজে গতি আনার জন্য তার সংস্কার প্রয়োজন। এবিষয়ে দ্রুত আলোচনার প্রস্তাব দিলেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করতে উঠতে মঞ্চটির আমূল পরিবর্তনের দাবি জানালেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। তিনি বলেছেন, জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ সংস্কার নিয়ে একটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বেয়ারবক বলেছেন, ''এবিষয়ে জাতিসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে এবিষয়ে আলোচনায় তিনি সম্মত হয়েছেন।'' জি৪ এর দেশগুলির সঙ্গে একটি বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন বেয়ারবক। ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি এবং জাপানকে জি৪ দেশ বলা হয়। এরা সকলেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হতে চায়। এরজন্য একে অপরকে সাহায্যও করে দেশগুলি। তাদেরই বৈঠক ছিল বৃহস্পতিবার। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে দেশগুলির প্রতিনিধিদের। এদিকে তাইওয়ান নিয়ে ফের কার্যত হুমকি দিয়েছে চীন। জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান জেং।

সিবিআই দোষীদের রক্ষা করছে :বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই দুর্নীতিগ্রস্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছে, জানালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

এই সপ্তাহে পরপর দুই দিন বিটারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআইয়ের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সিবিআইকে যেভাবে তদন্ত করছে, তাতে তিনি একেবারেই খুশি নন। দোষীদের ধরার বদলে তারা তাদের রক্ষা করছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী জানানোর কথাও বলেন তিনি। আদালতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''এবার আমি আপনাদের পদক্ষেপ বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখব। আপনারা দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিকরা কী করছেন?'' এরপর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীকে জানালে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ শুরু হবে। আমলাদের তৎপরতা বাড়বে। সেটা অনাহূত। এই পদক্ষেপ নেবেন না''। তারপর বিচারপতি জানান, ''ঠিক আছে।''

বিচারপতি বলেছেন, ''সিবিআইয়ের আধিকারিকরা নিশ্চয়ই এত অবোধ বা নির্বোধ নন। তারা নিশ্চিতভাবেই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন। ওএমআর শিট সংক্রান্ত মামলায় আদালত সিবিআইয়ের কাজে একেবারেই খুশি নয়।''

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যা বলেছেন, তাতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ তা যেমন সামনে এসেছে, তেমনই আস্থাহীনতাও ফুটে উঠেছে। তবে এটা তার পর্যবেক্ষণ মাত্র। তিনি এখনো সিবিআইয়ের হাত থেকে তদন্তভার প্রত্যাহার করে নেননি। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশেই ,সিবিআই তদন্ত করছে। এই এক বছরে তারা প্রচুর অভিযুক্তকে জেরা করেছে, বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য করেছেন, আসল দুষ্কৃতীদের তারা বাঁচাচ্ছে। তিনি কোনো রাখঢাক না করেই বলেছেন, ''সিবিআই আধিকারিকদের নির্বোধের মতো আচরণে আমি অবাক।''

তিনি বলেছেন, ''কম্পিউটারে সংরক্ষিত ওএমআর শিটের তথ্যকে এতদিন ডিজিটাইজড বলে শিক্ষা পর্ষদ দাবি করছিল, সেটা একেবারেই ডিজিটাইজড কপি নয়। সিবিআইয়ের আধাকিরাকরা নির্লজ্জ। এতবার এত আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের, তা সত্ত্বেও তাদের হুঁশ ফিরছে না।'' বিচারপতি বলেছেন, এ''কসময় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মানিক ভট্টাচার্যের জমিদারি ছিল। এখন তাকে সরিয়ে দেয়ার পর তার কিছু অনুগামী গন্ডগোল করছে। তারা সিবিআইইডির নজরদারিতে আছেন।''

বিচারপতির মন্তব্যের পর প্রশ্ন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এই ভাবে সিবিআইয়ের উপর অনাস্থা প্রকাশ করার পর নানান প্রশ্ন উঠেছে।

প্রবীণ সাংবদিক শুভাশিস মৈত্র ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে সুবিচার না পেয়ে আদালতের উপর ভরসা করেন। কিন্তু আদালত যদি তদন্তকারী সংস্থাকে নিয়ে এই কথা বলেন তো তারা কার কাছে যাবেন?'' শুভাশিস জানিয়েছেন, ''সিবিআইয়ের হাতে রাজ্যের অনেকগুলি মামলা আছে। তার মধ্যে সারদা মামলাই তো বহু বছর হয়ে গেল। এখনো সেভাবে এগোয়নি। জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরির মতো অনেক বিষয়ই তারা বছরের পর বছর ধরে তদন্ত করছে।''

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, ''দিল্লির সরকার যে তৃণমূলকে বাঁচাতে চায় তা স্পষ্ট। বিচারপতি বলতে বাধ্য হয়েছেন, এবার কি তবে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হবে, সিবিআইয়ের ডিরেক্টরকে বলতে হবে? দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে।''

সম্পাদকীয়

ঘরে ঘরে তার পুজা হবে

একদিন ঠাকুর তার নিজের ফটোতে পুজো করে মা সারদা কে বলেছিলেন, একদিন ঘরে ঘরে এর পুজো হবে। এখন আর তিনি কেবল ঘরেই নেই, তিনি আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন । পল্লীর চাষীর কুঠিরে, ধনীর প্রাসাদে, অট্টালিকায়, হিমালয়ের উলঙ্গ শিখরে, পাহাড়ীদের কুঠিয়ায়, শহরের ট্যাক্সিতে ট্যাক্সিতে, দোকানে দোকানে, চলতি মানুষের পকেটে পকেটে শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বিরাজ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পথ চলতে ভালোবাসতেন । তিনি নিজে চলে অপরকে দেখাতেন কিভাবে পথে চলতে হয়। শরীর তাঁর পটু ছিল না, তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, নিতাই গৌর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলিয়ে বেড়ালেন আর আমি ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া চলতে পারি না।তবুও তিনি ঘোড়ার গাড়িতে, নৌকায়, হেঁটে, রেলে, গরুর গাড়িতে, পালকিতে যেমনভাবে পারেন তাপিত পীড়িত, সংসারের আর্বতে ঘূর্ণিত মানুষকে ওঠাবার জন্য ঘুরে বেড়াতেন । যেখানেই আন্তরিকতা ব্যাকুলতা লক্ষ্য করতেন, সেখানেই ছুটতেন। তাঁর অন্তরের ভাব ছিল ঃ ওগো তুমি ভক্ত , ঈশ্বরের চিন্তা কর,তাই তোমার কাছে এসেছি । আমি এসেছি ঐ টুকুই ছিল যথেষ্ট । মানুষ এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন । মানুষ বেঁচে থাকে তার স্মৃতিতে । স্মৃতিকে ধরে সে হাসে, কাঁদে, চলে। স্মৃতি কখনো থাকে বিলীন, কখনো বা ভাস্বর জীবনদোলায় সদ্য দোদুল্যমান ।শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থুল শরীরে হয়তো আমরা এখন আর কামারপুকুর ও জয়রামবাটির রাস্তায়, কোলকাতার অলিতে গলিতে, রাজপথে দেখতে পাবো না। তবুও তিনি যে সব পথে চলতেন সে সব পথ এখনো রয়েছে । সংসার ভারে অবনত, অভাব অনটনে জর্জরিত, আধিব্যাধিতে পীড়িত আমাদের মত সাধারণ মানুষের ঐ সব ভাববার অবসর কোথায়? কেউ যদি চলার পথে বলে দেয় এ পথ মাড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গেছেন তখন ক্ষনিকের জন্যও মনকে সেই অপূর্ব দেব মানবের পুন্যস্মৃতি দোলা দিয়ে যায়।তাই বার বার মন ছুটে যায় তাঁর লীলা ভূমিতে,তাঁর স্মৃতি বিজড়িত জায়গায়,যদি প্রভুর পরশ পাই।আজ শুধু ঘরে ঘরে নয় সারা পৃথিবী ওই দাঁড়িবালা বুড়োটাকে নিয়ে গভেষণা করছে।একটি নিরক্ষর মানুষের চিন্তা ভাবনা আচার আচরণ উদারতা জ্ঞান বিজ্ঞান দেখে মানুষ অবাক হচ্ছে।সবাই আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন এই অসাধারণ মানুষ টি আসলে কে ছিলেন যার আজ ঘরে ঘরে পুজো হচ্ছে। ঠনঠনের বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের উপর শ্রীম যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন তখন পথচারীরা ভাবতো এ লোকটা পাগল। আর সেই পাগল জানত এ পথ দিয়ে স্বয়ং ভগবান বিচরণ করে গেছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন । শ্রীম শুধু নিজে ভগবৎস্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন না পরবর্তী কালের অগণিত মানুষের জন্য রেখে গেছেন অমর সব স্মৃতি চিত্র যা আমরা কথামৃতের পাতায় পাতায় পাই।কথামৃতই আজ আমাদের চলার পথ যাকে অবলম্বন করে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পৌছাবো।

জানা অজানা

পরের দোষ দেখতে দেখতে ও নিন্দা করতে করতে আমরা জীবন কাটিয়ে দি

সুনীল কুমার দে

আমাদের মানুষ জীবনের সব থেকে নেতি বাচক দিক হলো পরের দোষ দেখা ও নিন্দা করা।পরের দোষ না দেখলে ও পরের নিন্দা না করলে আমাদের যেন পেটের ভাত হজম হয় না ও রাত্রে ঘুম আসে না।আমরা কিছু করবো না,যাবো না, দিবো না,সহযোগ করবো না কিন্তু যে করবে তার পিছনে লাগবো,তার সমালোচনা করবো,বদনাম করবো। এই নিন্দা করা ও দোষ দেখা স্বভাবের জন্য ঘর ভাঙে,পরিবার ভাঙে, ক্লাব, সমিতি ভাঙে,মঠ,মন্দির, আশ্রম দূষিত হয়,কলুষিত হয়,রাজনীতির আখড়া হয়।মা সারদা আমাদের বার বার বলেছেন, ভুল ও দোষ দেখতে নেই।দোষ দেখতে দেখতে মন কলুষিত হয়,মন মলিন হয়।জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও তবে কারু দোষ দেখো না,দোষ দেখবে নিজের।এ জগতে কেউ পর নয়,প্রেমে জগৎ তোমার।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,চিনিতে বালিতে মেশানো আছে,বালি ছেড়ে দিয়ে চিনি টুকু নিবি।সবার মধ্যে ভালো মন্দ রয়েছে।ভালো টা নিবি,মন্দ টা ছেড়ে দিবি।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, পরের দোষ দেখা ও পরের পিছনে লাগা মানুষের জাতি গত দোষ।নিজের দিকে তাকাও আর সামনের দিকে এগিয়ে চলো।

যে কাজ করে তার ভুল হয়,যার নাম আছে তার ই বদনাম হয়।সাদা কাপড়ে কালি বেশি দেখায়।এই পৃথিবীতে কেউ সবার প্রিয় হতে পারে না,কেউ সবাই কে খুশি করতে পারে না।যদি তোমার কিছু করার ক্ষমতা নেই তবে চুপ করে থেকো,যে করছে তাকে প্রেরণা দাও ও পারো তো সহযোগ করো।কিন্তু তার পা ধরে তাকে টেনো না,তার বদনাম করো না,তাকে অপমান করো না।কাজ করতে গেলে ভুল হয় জানতে বা অজান্তে।যারা ভালো মানুষ ও শুভা কাক্ষী তারা সামনে এসে ভুল শুধার করে দেয় আর যারা বদ মানুষ তারা সামনে হাত তালি দেয় ও পিছনে গালি দেয়।এই সব মানুষ একদিন মান,সম্মান,প্রতিষ্ঠা ও ইজ্জ্যৎ সব হারায়।নিন্দা করা ও দোষ ধরা কে তাই বাহাদুরির কাজ বলে না,মানুষ কে অপমান করা ও ভুল ও দোষ দেখা মানে মানুষের সাথে শত্রুতা করার চক্রান্ত করা।তাই এই সব কাজ থেকে যত দূরে থাকবেন ততো নিজের মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গল।

রাধাষ্টমী কি এবং কেন পালন করা হয়

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
প্রাবন্ধিক

আজ ৫ইআশ্বিন১৪৩০ (ইং. ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩) শনিবার রাধাঅষ্টমী ব্রত - শ্রীরাধিকার জন্মতিথি। গত ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর গোটা দেশ জুড়ে ধূমধাম করে উদযাপিত হওয়া শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর ঠিক ১৫ দিন পরে পালিত হচ্ছে রাধা অষ্টমী। পঞ্জিকা অনুসারে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালিত হয় রাধা অষ্টমী। এই বছর মলমাস অধিকমাস থাকাতে তিথি আশ্বিন মাসে পড়েছে। রাধাষ্টমীও গোটা দেশ জুড়ে ধূমধাম করে পালিত হয়,বিশেষ করে বালসানা, মথুরা ও বৃন্দাবনে রাধা অষ্টমী নিয়ে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। শাস্ত্র মতে জানা যায় যে, কৃষ্ণের জন্মদিনের ১৫ দিন পর শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে মথুরায় পবিত্র বাসনায় রাজা বৃষ ভানু এবং তার স্ত্রী কীর্তিদা স্বর্ণ পদ্ম এর উপর রাধা কে পেয়েছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে রাধা অষ্টমীর দিন উপবাস রাখলে এবং রাধিকার আরাধনা করলে জীবনের সুখ শান্তি বজায় থাকে।

রাধার সঙ্গে সম্মিলিত রূপে থাকলে তবেই কৃষ্ণের নামের আগে শ্রী সম্মোধন যুক্ত হয়। বলা হয়ে থাকে, আপনি যদি জন্মাষ্টমীর উপবাসের সম্পূর্ণ ফল লাভ করতে চান, তাহলে রাধাষ্টমীতেও অবশ্যই উপবাস রাখুন।শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, কৃষ্ণ আর রাধার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই কারণে যদি সম্পূর্ণ পূণ্য লাভ করতেই হয়, তাহলে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর সাথে সাথে রাধা অষ্টমীর ব্রতও অবশ্যই পালন করবেন।

২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে অষ্টমী শুরু হয়েছে এবং অষ্টমী ছেড়ে যাবে আজ ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টা ১৭ মিনিটে। আজ ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা ১ মিনিট থেকে বেলা ১টা ২৬ মিনিট পর্যন্ত পুজো করার জন্য শুভ সময়।

রাধারানী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয়। রাধাই ছিলেন তাঁর শক্তির সমস্ত উৎস্ । ভগবান শ্রী কৃষ্ণের হৃদিনী শক্তির প্রতিরুপ স্বরূপা হচ্ছেন রাধাঠাকুরানী ।রাধা ছাড়া কৃষ্ণ অসম্পূর্ণ এবং কৃষ্ণ ছাড়া রাধা অসম্পূর্ণ। দ্বাপর যুগ থেকে কলিযুগে এসেও রাধার নাম সব সময় কৃষ্ণের আগে নেওয়া হয়। এর থেকেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে রাধার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পর রাধা অষ্টমীতে উপবাস রেখে পুজো করলে দাম্পত্য জীবনে সুখ বাড়ে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অষ্টমী তিথী মহাসমারোহে দীর্ঘদিন ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে, যদিও সাধারন মানুষের মধ্যে এর প্রভাব খানিকটা কম ।

রাধাষ্টমী ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে, দিনের অর্দ্ধভাগে অভিজিৎ মূহুর্তে শ্রীরাধিকা ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিকে রাধা অষ্টমী বলা হয়।রাধা অষ্টমীর দিন উপবাসী থেকে পূর্বাহ্নে স্নান করে মধ্যাহ্নে পূজা উৎসব আদি করতে হয়। পারণ পরের দিন করা হয়। বৈষ্ণবগণ অতি ভক্তিভরে রাধা অষ্টমী ব্রত করে থাকেন। যারা জন্মাষ্টমী ব্রত করেন তাদের অবশ্যই রাধা অষ্টমী ব্রতও করা উচিত। কারণ রাধারানী খুশী হইলে শ্রীকৃষ্ণও সন্তুষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে দেবর্ষি নারদকে বলেছেন ঐদিন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণের সহিত বিবিধ উপহার, নৈবেদ্য ও বস্ত্র অলঙ্কার আদির দ্বারা রাধিকার পূজা করিবে। তাহাতে রাধিকার অত্যন্ত প্রীতি হয়, রাধিকা প্রসন্ন হইলে আমিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। - ইতি ভবিষ্যপুরাণে নারদ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য। শ্রীরাধার জন্মজয়ন্তী রাধাষ্টমী তিথিতে, রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়ের পূজা করা হয়। বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাধিকা, মাতা লক্ষীর রূপ। দ্বাপর যুগে শ্রীলক্ষী, রাধারানী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাই শ্রীরাধা কৃষ্ণবল্লভা, তিনি হরিপ্রিয়া। যেমন লক্ষী - নারায়ণ তেমনই রাধা - কৃষ্ণ। রাধাষ্টমীতে ষোড়শোপচারে শ্রীরাধার পূজা করিলে ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য, বৈভব এবং সর্ব্ব সুখ প্রাপ্তি হয়। পূজান্তে জপ, ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম।

রাধাষ্টমী ব্রত মাহাত্ম্য

রাধাষ্টমী ব্রত পালনের কথা বর্ণিত করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির জীবনে একবারের জন্যেও এ মহান ব্রত পালন করেন তবে তার কোটি জন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যাদির মত মহাপাপও তৎক্ষণাৎ ক্ষমা হয়ে যান । শত সহস্র একাদশী ব্রত পালনে যে ফল লাভ হয়, রাধাষ্টমী ব্রত পালনে তার শতাধিক ফল লাভ হয় । পুরানে আরো বর্নিত রয়েছে যে, কোন পাপিষ্ট ব্যাক্তি যদি হেলায় বা অশ্রদ্ধায় এ মহান ব্রত পালন করেন তাহলে ও তার বৈকুণ্ঠলোকে গতি হয় । পদ্মপুরাণের স্বর্গখন্ডের চল্লিশতম অধ্যায়ে এমনই এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে ।

পুরাকালে সত্যযুগে লীলাবতী নামে এক পতিতা বাস করতেন । একদিন সকালে নগর ভ্রমনকালে এক সুসজ্জিত মন্দিরে রাধাঠাকুরানীর পূজা উদযাপন দেখতে পেয়ে ব্রতীদের কাছে ঐ পতিতা ছুটে গেলেন । গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পূণ্যাত্মা সকল তোমরা এত সাত সকালে অতি যত্ন সহকারে কোন ব্রত উদযাপন করছ? তদত্তুরে রাধাব্রতীগণ বলতে লাগলেন যেহেতু ভাদ্র মাসের সীতাষ্টমীতে শ্রীমতি রাধিকা আবির্ভুত হয়েছিলেন, আমরা সেই রাধাষ্টমী ব্রত পালন করছি। এই অষ্টমীব্রত গোঘাত জনিত পাপ, ব্রহ্মহত্যা জনিত অথবা স্ত্রী হত্যা জনিত পাপ সহ সকল পাপই নাশ করতে সক্ষম । তাদের কাছ থেকে রাধাষ্টমীর মহিমা শ্রবণ করে সেই পতিতাও স্বেচ্ছায় ব্রত পালনে সংকল্প বদ্ধ হলেন এবং ভক্তগণের সহিত যথাযথভাবে ব্রত পালন করলেন । পরদিন সর্পদংশনে সেই পতিতার মৃত্যু হল । যমদূতেরা ক্রুদ্ধচিত্তে তাকে বন্ধন করে সাথে নিয়ে যমালয়ের দিকে যাত্রা শুরু করলেন ।

পথমধ্যে শঙ্খ, চক্র, গদ, পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর দূতগণ উপস্হিত হয়ে লীলাবতীর সকল বন্ধন ছেদন করে দিলেন এবং তাকে সঙ্গে করে রাজহংসযুক্ত দিব্য বিমানে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করলেন । এই ভাবে অধঃপতিত বেশ্যাও কেবল মাত্র রাধাষ্টমী পালন করার ফলে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সরাসরি বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন । আজও অনেকেই প্রচলিত বিশ্বাস মেনে চলেন যে যিনি রাধাষ্টমী ব্রত পালন করেন না শতকোটি কল্পেও তার নরক হতে নিস্কৃতি নেই । তারা চিরতরে নরকে পতিত হবেন । পরবর্তীতে জন্ম হলেও বিধবা হয় ।

রাধাষ্টমীর বিশেষ মাহাত্ম্য

১) কেউ যদি রাধাষ্টমী ব্রত পালন করে তাহলে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় ।

২) রাধাষ্টমী ব্রত একবার পালন করলে সহস্র একাদশী পালনের একশ গুণ ফল লাভ হয় ।

৩)পর্বত সমান স্বর্ণ দান করলে যে ফল লাভ হয় তার একশ গুণ ফল লাভ হয় একবার রাধাষ্টমী ব্রত পালনে ।

৪) রাধাষ্টমী ব্রত পালনে সহস্র কন্যাদানের ফল লাভ হয় ।

৫)একবার রাধাষ্টমী ব্রত পালনে গঙ্গা আদী সর্ব তীর্থের ফল লাভ হয় ।

৬)যদি কোনো পাপি ব্যক্তি অশ্রদ্ধায় বা অবহেলায়ও রাধাষ্টমী ব্রত পালন করে তাহলে তার কোটি কূলসহ বিষ্ণুলোকে নিত্যকাল বিরাজ করবে ।

৭)একবার রাধাষ্টমী ব্রত পালন করলে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যাসহ সর্বপাপ বিনষ্ট হয় ।

৮)যদি কোনো মূঢ় ব্যক্তি জেনে বা না জেনে রাধাষ্টমী ব্রত পালন করে না তাহলে শতকোটি কল্পেও সে নরক যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি পাবে না ।

৯)যে নারী রাধাষ্টমী ব্রত পালন করে না সে কোটি কল্পে নরক বাস করে থাকে এবং কোনোভাবে পৃথিবীতে জন্ম নিলেও তাকে বিধবা হতে হয় ।

১০)যদি কেউ রাধাষ্টমী ব্রত মাহাত্ম্য শ্রবন করতে পারে তাহলে সে নিত্যকাল বৈকুণ্ঠলোকে বাস করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে ।

রাধা অষ্টমী পারণ মন্ত্র

পারণ শুরুতে মন্ত্র
সর্বায় সর্বেশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবায়
গোবিন্দায় রাধেজীকো নমো নমঃ ।

শ্রী শ্রী রাধারাণীর প্রণাম মন্ত্র
তপ্তকাঞ্চন গোরাঙ্গীরাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ।
বৃষভানুসুতে দেবী প্রণামামি হরিপ্রিয়ে ।।

অনুবাদঃ শ্রীমতি রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো এবং যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী তাঁর শ্রীচরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই ।

শ্রীরাধিকার প্রণাম মন্ত্র
রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং স্বর্ণকুণ্ডলমণ্ডিতাম্ ।
বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্ ।।

রাধাষ্টমী ব্রত পালনের নিয়ম

শ্রীরাধার জন্ম মধ্যাহ্ন সময়ে হয়েছিল তাই উপবাস সময় দুপুর ১২ টা পর্যন্ত । রাধাষ্টমী এর আগের দিন নিরামিষ খেতে হয় একে সংযম বলা হয় । এবং সংযমের দিন সন্ধ্যায় সংকল্প ও রাধারানীর অধিবাস দিতে হয়, অধিবাসে বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্য রাধারাণীকে দর্শন করাতে হয়(মাঙ্গলিক দ্রব্য পান সুপারি, কলা পাতা, কলা,ঘট, ধান দূর্বা, আম পাতা, শাড়ি, গামছা, সুগন্ধি ফুল, ডাব ইত্যাদি) । তারপর ঘুমানোর আগে অবশ্যই ব্রাশ করে নিতে হবে যাতে করে, খাবারের কুচি মুখে লেগে না থাকে । এরপর রাধাষ্টমীর দিন ভোর ভোর শয্যা ত্যাগ করতে হয় । তারপর রাধারানী কে ভোগ দেওয়ার জন্য প্রসাদ নিবেদন করুন ।

রাধাষ্টমী পুজো বিধি

সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ধোঁয়া পরিস্কার পোশাক পরুন । এবার একটি চৌকিতে লাল বা হলুদ কাপড় পেতে তার উপরে শ্রী কৃষ্ণ এবং রাধার মূর্তিটি স্থাপন করুন । সেই সঙ্গে পুজোর ঘটও স্থাপন করুন।

পঞ্চামৃত দিয়ে রাধা ও কৃষ্ণকে অভিষেক করান । এরপর দুজনকেই নতুন বস্ত্র পরিয়ে সাজিয়ে দিন । বিভিন্ন বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা পূজা করতে হয়, যদি মন্ত্র না জানা থাকে তবে মহামন্ত্র বলে সকল দ্রব্য নিবেদন করুন । সময় মতো ঘত পুজো করার সঙ্গে সঙ্গেই রাধা ও কৃষ্ণের পুজো করুন । পদ্ম ফুল দিলে রাধারাণী অধিক প্রসন্ন হন । তারপর ফুলফল নৈবেদ্য, মিষ্টি সাজিয়ে নিবেদন করুন । অন্ন ভোগও দিতে পারেন । রাধারাণী প্রিয় ভোগ দই আরবি কচুর মুখী দিয়ে তৈরি করা হয় ।

রাধারাণীর দুধের তৈরি দ্রব্যও অতি প্রিয় । বিভিন্ন রকমের দুধ দিয়ে তৈরি করে ভোগ নিবেদন করতে পারেন, এর পরে রাধারানীর উপরে শ্লোক ভজন গীত গেয়ে রাধারাণী কে সন্তুষ্ট করা হয়। প্রসাদ হিসাবে দুধের উপাদান দিলে ভালো হয় । প্রসাদ দেওয়ার পরে প্রসাদ এর উপরে অবশ্যই তুলসীপাতা রাখবেন ।

এরপর রাধা কৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র ৩ বার জপ করুন , তারপর রাধা কৃষ্ণের সুন্দর করে আরতি করুন ।পুস্পাঞ্জলি দেবেন রাধাকৃষ্ণর প্রণাম মন্ত্র বলে ৩ বার।পূজার শেষে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র বলে পূজা সমাপন করবেন । কারন পূজা করার সময় আমাদের দ্বারা অজান্তেই অনেক রকম ভুল ত্রুটি হয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র

নমো যদক্ষরং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ ।
পূর্ণং ভবতু ত্বং সর্বং ত্বং প্রসাদাৎ জনার্দ্দন ।।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন ।
যৎ পূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তুমে ।।

রাধারাণীর জন্ম যেহেতু মধ্যাহ্নে । তাই এই ব্রতটি বারোটা পর্যন্ত হয়ে থাকে । বারোটা পর্যন্ত উপবাস করে তারপরে ভোগ নিবেদন করতে হয় । যদি পূর্ণ দিন উপবাস থাকেন তবে পরের দিন সময় মত পারণ করে নেবেন ।

সূর্যোদয় থেকে ৫ঃ২৯ মিনিটের মধ্যে পারণ করে নেবেন এবং যারা ১২ টা পর্যন্ত উপবাস করবেন তাদের পারণ করতে হবেনা।

ব্রতের পরেরদিন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভোজন করিয়ে ব্রত সমাপন করা হয় ।

পারণের সময়

সূর্যোদয় থেকে ৫ঃ২৯ মিনিটের মধ্যে । বলা হয়, রাধার সঙ্গে সম্মিলিত রূপে থাকলে তবেই কৃষ্ণের নামের আগে শ্রী সম্বোধন যুক্ত হয় । তাই, যাঁরা কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত উদযাপন করেছেন, তাঁরা যদি রাধাষ্টমী ব্রত পালন না করেন, তবে পূর্ণ ফললাভ হবে না ।

পারণ শেষে মন্ত্র
ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসম্ভবায়
গোবিন্দায় রাধেজীকো নমো নমঃ ।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চকৃপাসিন্ধুভ্যএবচ ঃ
পতিতানাংপাবনেভ্যোবৈষ্ণবেভ্যোনমোনমঃ

মন্ত্রটি পাঠ করে নবমীর সঠিক সময়ের মধ্যে পারণ করতে হয় । সবাই উপবাস পালন করে রাধারানীর বিশেষ কৃপা লাভ করুন ।

সাময়িকী

রাধা, শ্রীকৃষ্ণের আল্হাদিনী শক্তি

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

বৃষভানু নন্দিনী রাধা রানী শ্রীকৃষ্ণের আল্হাদিনী শক্তি।

রাধা রানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম পত্নী বা প্রেমিকা ছিলেন না।তিনি ছিলেন আয়ান ঘরণী অর্থাৎ আয়ানের ধর্ম পত্নী।আয়ান ক্লীব ছিলেন তাই রাধা রানীর সাথে কোনো শারীরিক সম্মন্ধ ছিলো না।আয়ান একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষীদেবী যিনি ত্রেতাযুগে মাতা সীতা হয়েছিলেন তিনিই দ্বাপরে আয়ানের পত্নী রাধা হয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।এই আয়ানের ঘরে ছিলো জটিলা ও কুটিলা যারা সবসময় রাধারাণীর বদনাম করতো ও রাধারাণীর পিছনে লাগতো।এই রাধা রানীর মান ও সম্মান রক্ষা করার জন্য একদিন কৃষ্ণ কালী রূপ ধারণ করেছিলেন যেহেতু আয়ান মা কালীর ভক্ত ছিলেন।রাধারানী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত।তিনি ছিলেন মধুর ভাবের শ্রেষ্ঠ সাধিকা।মধুর ভাবে ভক্ত ভগবান কে পতি রূপে ভজনা করেন ও পতি রূপে পেতে চান।রাধা রানী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি।ভগবান যখন মানব শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন তখন তাঁর আহ্লাদিনী শক্তি ওঅন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভক্তদের সাথে নিয়ে আসেন লীলা বিলাসের জন্য।তিনি রাধারাণীর সাথে পবিত্র প্রেমের লীলা করেছেন।ভক্তের মধ্যে কতখানি পবিত্র ও গভীর প্রেম থাকলে ভগবান কে পতি রূপে পাওয়া যায় রাধারানী তার নিদর্শন দিয়ে গেছেন।রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে কোনো ভোগ বাসনা বা শারীরিক সম্মন্ধ ছিলো না।রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে অনেক লোক ব্যঙ্গ করেন ও উপহাস করেন ও কৃষ্ণ কে চরিত্র হীন ভগবান বলে থাকেন।বিশেষ করেআজ কাল কার ছেলে মেয়েরা তো বলে থাকেন রাধা কৃষ্ণ প্রেম করেছিল তাই লোকে তাকে লীলা বলে আর আমরা প্রেম করলে বলে নোংরামি করা হচ্ছে।ভগবানের লীলার গভীরতা ও মহিমা না জেনে ভুল অর্থ বা কটু কথা বলা উচিত নয়।রাধা কৃষ্ণের লীলা বোঝা খুবই কঠিন।সাধারণ মানুষ তো বটেই ভক্তেরাও অনেক সময় রাধা কৃষ্ণের প্রেমের ভুল ব্যাখ্যা করে পথ ভ্রষ্ট হন।চাইলেই রাধা কৃষ্ণ হওয়া যায় না।কৃষ্ণ কে পেতে হলে রাধা ভাব দরকার।তাই অর্থের অনর্থ করবেন না কেউ।ভগবান সব সময় ভক্ত কে বড় করে থাকেন,ভক্তের জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,ভক্ত হৃদয় হলো ভগবানের বৈঠক খানা।ভগবান বলেছেন,,তিনি বৈকুঃঠে থাকেন না,মুনি ঋষিদের হৃদয়েও থাকেন না,তার ভক্তেরা যেখানে তার নাম গান করেন সেখানে তিনি থাকেন।রাম অবতারে হনুমান যেমন ভক্ত শ্রেষ্ঠ ছিলেন,কৃষ্ণ অবতারে গোপীরা ছিলেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ।আর গোপীদের মধ্যে রাধারানী ছিলেন সবার উপরে।কৃষ্ণ কে পেতে গেলে রাধা কে ধরতে হবে বা রাধার নাম করতে হবে।তাই বৃন্দাবন হলো রাধারাণীর এলাকা।সেখানে সবাই রাধে রাধে বলে,কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে না।রাধার নাম করলেই কৃষ্ণ খুশি হন বেশি কারণ রাধা, কৃষ্ণের আল্হাদিনী শক্তি ও ভক্ত শিরোমনি।

আজ রাধা অষ্টমীর পবিত্র দিনে প্রেম স্বরূপিনী রাধারাণীর চরণে জানাই ভক্তি পূর্ণ প্রণাম।তাঁর কাছে ভক্তদের মঙ্গল কামনা করি।জয় রাধে।

পাঠকের চিঠি

বিপ্লবের অর্থ

বিপ্লবের অর্থ মানে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া নয়,ঝান্ডা নিয়ে মিছিল বের করা নয়,লুটপাট, খুন হত্যা করা নয়, প্রকৃত বিপ্লব হলো ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা,মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আনা,সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও ধার্মিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা,কুপ্রথা, দুর্নীতি, অন্ধ বিশ্বাস,কুসংস্কারের পরিবর্তন এনে সমাজ কে সুস্থ ও সুন্দর করাই হলো প্রকৃত বিপ্লব।এই হিসাবে চৈতন্য মহাপ্রভু আচন্ডালে প্রেম দিয়েছিলেন, হরিনামের বন্যায় জগৎ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সূতরাং তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মে ধর্মের বিবাদ ঘুচিয়েছিলেন,সর্ব ধর্মের সমন্বয় করেছিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন ,নারী জাতিকে সন্মান দিয়েছিলেন তাই তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা দূর করেছিলেন তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহ প্রথা দূর করেছিলেন,বিধবা বিবাহ শুরু করেছিলেন তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ দেশ কে জাগিয়ে ছিলেন, দেশ ভক্তি শিখিয়েছিলেন,ভারত ও সনাতন ধর্ম কে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন,সেবা ও ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে গেছেন তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন।মা সারদা দেবী জাতিভেদ প্রথা মানেন নি,পাপী ধার্মিক মানেন নি সবার মা হয়েছিলেন,নারী শিক্ষার সমর্থন করেছিলেন তিনিও বিপ্লবী ছিলেন।আর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র লড়াই করে ও জোর করে ভারতের স্বাধীনতা আদায় করেছিলেন তিনিও বিপ্লবী ছিলেন।যারা দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন তারা ও বিপ্লবী ছিলেন।যারা লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে জাগাচ্ছেন তারাও বিপ্লবী।তাই জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ আর মিছিল করলেই বিপ্লব হয় না কারো নিন্দা করা,দোষ ধরা ও সমালোচনা করা কেই বিপ্লব বলা হয় না,মনের, বিচারের,আচরণের ও ব্যবস্থার পরিবর্তন করাকেই বলে প্রকৃত বিপ্লব।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মমতা ফার্মার উদ্বোধন করলেন জেএমএম নেতা সুখরাম হেমব্রম

জামশেদপুর ঃ মমতা ফার্মা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হল সান সিটি কমপ্লেক্সে অবস্থিত চান্ডিল ড্যাম রোডে অবস্থিত সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার অধীনে। জেএমএম নেতা সুখরাম হেমব্রম, মহকুমা হাসপাতালের ইনচার্জ চান্ডিল, ডা. এইচ এস শেখর, জেএমএম জেলা সম্পাদক বুধেশ্বর মার্ডি সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ফিতা কেটে মমতা ফার্মার উদ্বোধন করেন। ড্যাম রোডে ফার্মা চালু হলে ওষুধ কিনতে আর সমস্যায় পড়তে হবে না মানুষকে। এখানে প্রতিদিন ওষুধ পাওয়া যাবে। মেডিকেল ক্লিনিকের সামনে চিকিৎসার দোকান চালু হওয়ায় চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ওষুধ পাওয়া সহজ হবে। উদ্বোধনের পর সুখরাম হেমব্রম বলেন, গ্রামীণ এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে ক্লিনিক সঞ্চালক ও ওষুধের দোকান সঞ্চালকের তৎপরতা প্রশংসার দাবিদার। তিনি বলেন, ক্লিনিক

সঞ্চালকের উচিত জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং এলাকার মানুষকে রোগমুক্ত রাখতে অবদান রাখা।

সারা অসম ছাত্র সংস্থা অর্থাৎ আসু সংবিধান বিরোধী এক সংগঠন বলে মন্তব্য সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি মতিউর রহমানের

রাজ্যে বিদেশি সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে ১৯৫১ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রতিটি দল সংগঠনের প্রতি আহ্বান

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ দেশের সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের বিদেশি নাগরিক সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে ভিত্তি বর্ষ নির্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন দল সংগঠনের আবেদন মামলার বর্তমান শুনানি শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে আসুর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উৎপল শর্মার মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি মতিউর রহমান। তিনি বলেন সারা অসম ছাত্র সংস্থা অর্থাৎ আসু সংবিধান বিরোধী এক সংগঠন। তাছাড়া অসম আন্দোলনের সময় হয়তো আসুর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উৎপল শর্মার জন্ম হয়নি। ফলে তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেন না। তবে রাজ্যে বিদেশি সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে ১৯৫১ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রতিটি দল সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি। প্রসঙ্গত অসমের বিদেশি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ১৯৫১ কিংবা ১৯৭১, কোন সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে গ্রহণ করা হবে সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি চলছে। এক্ষেত্রে আসু, এপিডাব্লিউ ইত্যাদি সংগঠন ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে নির্ধারণ করার আবেদন জানিয়েছে। অন্যদিকে সম্মিলিত মহাসংঘ অসম সহ একাধিক দল সংগঠন ভিত্তি বর্ষ হিসেবে ১৯৫১ সালকে নির্ধারণ করার দাবিতে অনড় রয়েছে। এই সংক্রান্তে আসুর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উৎপল শর্মা অসম আংেদালন, ৮৫৫ জন শহীদের কথা উল্লেখ করে ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন। তবে আসুর নেতার এই মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি মতিউর রহমান। তাছাড়া আসল নেতার বক্তব্য অত্যন্ত হাস্যজনক বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি বলেন সারা অসম ছাত্র সংস্থা সংবিধান বিরোধী একটি সংগঠন। ভারতের সংবিধানে বিদেশি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অসম সহ সারা ভারতের জন্য ১৯৪৮ সালকে ডেড লাইন হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে বর্তমান ১৯৫১ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে নির্ধারণ করার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। অসম আন্দোলনে ১৯৫১ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে দাবি জানিয়ে ৮৫৫ জন শহীদ হয়েছিলেন। ১৯৭১ সাল কে চেয়ে নয়। আসুর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এইসব তথ্য জানেন না। ফলে এইসব না জেনেই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উৎপল শর্মা অসভ্য মন্তব্য করেছেন বলে উল্লেখ করেন সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি মতিউর রহমান। তিনি বলেন ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ কেন বিখ্যাত সেই কথা উৎপল শর্মা বলতে পারবেন না। সভাপতি মতিউর রহমান বলেন বাংলাদেশের তৎকালীন আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ মধ্যরাতে চিটাগং রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে তারা সেদিন থেকেই পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেদিন নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ অর্থাৎ একটি বিদেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত একটি তারিখ অসমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমনকি এই তারিখটি ভারতের সঙ্গেও জড়িত নয়। ফলে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত ৮০ লক্ষ বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান এবং নেপালিদের অসমের স্থায়ীভাবে সংস্থাপন দেওয়ার জন্য অসম আন্দোলন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি মতিউর রহমান বলেন ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত ৮০ লক্ষ বিদেশী রাজ্যে রেখে আসুর অসমের ভূমিপুত্রদের কথা বলা এক হাস্যকর ব্যাপার শুধু নয়, এটা এক অবান্তর কথা। এটা মানুষকে ঠকানো কথা। ফলে তারা নিজেই নিজেদের চরিত্রের খোলাসা করছেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা। তবে এখনো সময় রয়েছে। ভারতের সংবিধানকে সেলুট করে সাংবিধানিক বিচার প্রক্রিয়াকে স্যালুট করে তাদের রাজ্যে বিদেশি সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ভিত্তি বর্ষ হিসেবে ১৯৫১ সাল দাবি করা উচিত। এটা দেশ এবং জাতির জন্য মঙ্গল। অন্যথা আগামী দিনগুলোতে এই ভূমিপুত্র দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবে এই ৮০ লক্ষ বিদেশি। ফলে অসমের ভূমিপুত্ররা চিরদিনের জন্য নিজের জমিতে সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে বাধ্য হয়ে পড়বেন। বর্তমান যে ন্যূনতম রাজনৈতিক অধিকার, শাসনের অধিকার রয়েছে সেইসব হারিয়ে ভূমিপুত্ররা গোলামে পরিণত হবেন। এখনো সময় রয়েছে। আসু, যুব ছাত্র পরিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সহ বিভিন্ন দল সংগঠনগুলোকে ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ১৯৫১ সালের বিরোধিতা করে ১৯৭১ সালের সমর্থনে সংবিধান বিরোধী স্থিতি নিয়েছে তাদের সংবিধানের সম্মান জানিয়ে ১৯৫১ সালের পক্ষে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন সম্মিলিত মহাসংঘ অসমের সভাপতি মতিউর রহমান।

সাহিত্য সমাজ কে বদলাতে পারে ঃ সুনীল কুমার দে

সিছলী গ্রামে ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সাহিত্য গোষ্ঠী আয়োজিত

জামশেদপুর ঃ পূর্ব নির্ধারিত সূচনা অনুসারে বিগত ১৭ ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকেল তিন টার সময় বিশ্বকর্মা পূজার সু অবসরে ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সাহিত্য গোষ্ঠী গাজুর সংস্থার সংস্থাপক জন্মেজয় সরদারের বাড়িতে আয়োজিত হলো।স্বামী বিবেকানন্দের গান দিয়ে শুরু হলো সাহিত্য গোষ্ঠী যা পরিবেশন করলেন কমল কান্তি ঘোষ মহাশয়।তারপর জন্মেজয় সরদার উপস্থিত সকল সাহিত্যিক,সদস্য ও সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমীদের স্বাগত জানিয়ে পরিষদ কে ধন্যবাদ দিলেন তাঁর বাড়িতে সাহিত্য গোষ্ঠীর আয়োজন করার জন্য।তারপর ঝাড়খন্ড প্রভার সম্পাদক সুনীল কুমার দে ঝাড়খন্ড প্রভা প্রকাশনের উদ্দেশ্য

নিয়ে আলোক পাত করলেন।তিনি বললেন, সাহিত্য সমাজের আয়না।সাহিত্য সমাজ কে পথ দেখাতে পারে,সমাজ কে বদলাতে পারে আবার সাহিত্য সমাজ কে বিভ্রান্ত ও করতে পারে।তাই কবি ও লেখকদের সমাজ নির্মাণের জন্য সাহিত্য কে সেবা হিসাবে গ্রহন করে সাহিত্য সৃষ্টি করা উচিত।এই উপলক্ষে কবি গোষ্ঠী ও হলো যেখানে ভবতারন মণ্ডল বাংলা ও হিন্দি তে,সুনীল কুমার দে বাংলা ও হিন্দি তে,করুণাময় মণ্ডল বাংলা ও হিন্দিতে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ হিন্দি তে,সুদীপ মুখার্জি হিন্দি তে,রাজকুমার সাহু হিন্দি তে,বিকাশ কুমার ভগৎ হিন্দিতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনালেন।মিঠুন সাহু নজরুল ইসলামের কবিতা কান্ডারি হুঁশিয়ার কবিতা আবৃত্তি করলেন।এই অবসরে সুধাংশু শেখর মিশ্র ও নিরঞ্জন সরদার নিজের নিজের বক্তব্য রাখলেন।সবশেষে ধন্যবাদ দিলেন পরিষদের সেক্রেটারি শঙ্কর চন্দ্র গোপ।সাহিত্য গোষ্ঠীর সঞ্চালন করলেন রাজকুমার সাহু।এই অবসরে উপস্থিত ছিলেন জন্মেজয় সরদার,কমল কান্তি ঘোষ,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,সুনীল কুমার দে,সুধাংশু শেখর মিশ্র,করুণাময় মণ্ডল,ভবতারন মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,বিকাশ কুমার ভগৎ,রাজকুমার সাহু,মিঠুন সাহু,সুদীপ মুখার্জি,সোহন লাল,রবীন্দ্র নাথ সরদার,সঞ্জয় দাস,সুরজ প্রকাশ,নিরঞ্জন সরদার আরো অনেকেই।ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের আগামী মাসিক সাহিত্য গোষ্ঠী ১৫ ই অক্টোবর রবিবার বিকেল ২ টার সময় মাতাজী আশ্রম হাতাতে অনুষ্ঠিত হবে।ঐ দিন পরিষদের বহুভাষী সাহিত্যিক পত্রিকা ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যার উন্মোচন হবে।

অপুর পাঠশালার শুভারম্ভ এবং শিশুদের বর্ণ পরিচয় উপহার দেওয়া হয়

নিরসা ঃ বাংলা ভাষা শিক্ষার পুনঃজাগরণের লক্ষ্যে আজ ২১ শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার,২০২৩ ধানবাদ জেলার নিরসা বিধানসভা অন্তর্গত ডুমুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ঝাড়খন্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির পক্ষ কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান শ্রী বেগু ঠাকুর ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি শ্রীমতি রিনা মন্ডলের উদ্যোগে থেকে অপুর পাঠশালা র শুভারম্ভ হয় এবং শিশুদের বর্ণ পরিচয় উপহার দেওয়া হয়। রাজ্যজুড়ে ১০০০ অপুর পাঠশালা স্থাপন করাহবে, আবারও প্রজন্মের পর প্রজন্মের হতে প্রিয় মাতৃভাষা সুরক্ষিত রইবে। ঝাড়খন্ড সংখ্যালঘু আযোগে বাংলাভাষীদের স্থান না দিয়ে অত্যন্ত অপমান করা হয়েছে এবং তার প্রতিবাদে ধানবাদে ঝাড়খন্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির রাজ্য চেয়ারম্যান শ্রী বেগু ঠাকুর ও সহসদস্যরা পথে নেমে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং অবিলম্বে আযোগে বাংলাভাষী প্রতিনিধি নিযুক্ত করার দাবি জানায়। পশ্চিমসিংভূম জেলার চাইবাসায় ঝাড়খন্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির কেন্দ্রীয় সংযুক্ত সচিব শ্রী কাবু দত্ত মহাশয় সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা রাজ্য সরকারকে প্রতিবাদ জানান সহ হুশিয়ারি দেন যদি সত্তর বাংলাভাষী প্রতিনিধি মনোনীত না করাহয় তাহলে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন করা হবে ।

কুড়মি ইস্যু নিয়ে উপজাতি সংগঠনগুলি টিআরআইএর কাছে চিঠি জমা দেবে

জামশেদপুর ঃ উপজাতীয় সমন্বয় কমিটি, কুড়ুখ উন্নয়ন পরিষদ, উপজাতীয় ভূমিজ মুন্ডা চুহাড সেনা, পাতকম দিসোম মাঝি পরগনা মহল আদিম উন্নয়ন সোসাইটি এবং সর্বভারতীয় ভূমি মুন্ডা কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন আদিবাসী সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে ভদ্রু সিং মুন্ডার সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেরায়কেলা খারসাওয়ানের অধীনে চান্ডিল ব্লক এলাকার ড্যাম আইবিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বিভিন্ন আদিবাসী সামাজিক সংগঠন টি আর আই এর সাথে দেখা করবে এবং কুড়মিদের উপর পরিচালিত টি আর আই (TRI) রিপোর্টের ভিত্তিতে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য তাদের অনুরোধ করবে। প্রতিনিধিরা বলেছেন যে টি আর এই সহকারী পরিচালক সোমা সিং মুন্ডার ২০০৪ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কুড়মিদের ২০ টি গোত্র প্রতীক হয়। এই গোত্র আর্যদের মত ঋষিদের সাথে সম্পর্কিত। তারা আদিবাসীদের মতো লাজুক নয়। বরং তারা বহিরাগতদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। যেখানে টি আর আই ডিরেক্টর ডঃ প্রকাশ ওরাওনের ২০০৮ টি টি আর আই রিপোর্টে এটা স্পষ্ট যে কুড়মিরা উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়। তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আদিবাসীদের সাথে মেলে না। তারা হিন্দু রীতি মেনে চলে। আদিবাসী সংগঠনের নেতারা বলেন, ট্রাই যখন কুড়মিদের আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা করেনি, তাহলে তারা বারবার এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে চায় কেন? সংগঠনের লোকজন জানান, যখন টিআরআইএর রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে যে কুড়মিকে উপজাতি ক্যাটাগরিতে রাখা যাবে না। তাহলে সরকার কেন আবার গবেষণা করে জোর করে তাদের এসটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়? আদিবাসী সামাজিক সংগঠনগুলোর সরকার ও টিআরআইএর কাছে দাবি, কুড়মিদের টি আর আই রিপোর্টকে মাথায় রেখে ভোটব্যাঙ্কের লোভে তাদের আদিবাসী করা না হয়। অন্যথায় আদিবাসী সংগঠনগুলো প্রতিবাদ করতে বাধ্য হবে। অনুষ্ঠানে সুধীর কিস্কু, মানিক সরদার, শ্যামল মার্ডি, বাবুরাম সরেন, ডোমন বাস্কে সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

৩০ জন ছাত্রছাত্রীর কম থাকা প্রায় ১১ হাজার বিদ্যালয়ের ফের একত্রিকরণের সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগের

কোনো বিদ্যালয় বন্ধ হবেনা এবং কোনো ছাত্রছাত্রী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি – রাজ্যের বিদ্যালয় গুলোর ফের একত্রিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা বিভাগ। মূলত ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর কম থাকা প্রায় ১১ হাজার বিদ্যালয়ের রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ একত্রিকরণ করতে চলেছে। তবে এই একত্রিকরণের প্রক্রিয়ায় ছাত্র ছাত্রীদের প্রভাবিত করবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন কোনো বিদ্যালয় বন্ধ হবেনা এবং কোনো ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত হবে না।

প্রসঙ্গত রাজ্যে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী কম থাকা মোট ১১২৭২টি বিদ্যালয় রয়েছে। এবার এই বিদ্যালয়গুলোর একত্রিকরণ করতে চাইছে শিক্ষা বিভাগ। এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে সাসটেনেবল এনরোলমেন্ট না থাকা কাছাকাছি বিদ্যালয় থাকলে সেগুলোর ক্ষেত্রে একত্রিকরণ করা হবে। বিশেষ করে সরকার ১৫ জন ছাত্রছাত্রী কম বিদ্যালয় এবং ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীর কম বিদ্যালয় গুলোকে একত্রিকরণ করতে চাইছে। এই সংক্রান্তে জেলাভিত্তিক তথ্য প্রদান করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

তবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ এবং আসু নেতারা এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বলেন এই সরকার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত খন্ডের বিদ্যালয় গুলোকে মুনাফা আদায়ের সুযোগ দেওয়ার স্বার্থে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি বিদ্যালয় ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান কর্নাটকে সরকারি বিদ্যালয়ের উন্নতির ক্ষেত্রে নতুন ভাবে পরিকল্পনা নিচ্ছে সেই রাজ্যের সরকার। তাছাড়া দিল্লিতে সরকারি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অথচ অসমে উল্টো সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এটাকে এক জাতি বিরোধী সিদ্ধান্তগুলো আখ্যা দিয়েছেন অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ।

এই সংক্রান্তে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন আসুর সাধারণ সম্পাদক শংকর জ্যোতি বড়ুয়া বলেন অসমীয়া মাধ্যমের বিদ্যালয়ে গুলোকে এভাবে বন্ধ করে দেওয়ার সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। সরকারের হটকারী সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যাবে না। বহু দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে যারা ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার মতো সুযোগ পায় না। সমাজের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একমাত্র ভরসা সরকারি বিদ্যালয়। এবার এই সরকারি বিদ্যালয়গুলো যদি এভাবে সরকার বন্ধ করে দেওয়া সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেই ছাত্র ছাত্রীদের অধ্যয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। সামগ্রিকভাবে এটা রাজ্যের জন্য ক্ষতিকারক পরিস্থিতি। ফলে সরকার বিদ্যালয়ে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের কাছে কঠোর দাবি উত্থাপন করেছেন সারা অসম ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শংকর জ্যোতি বড়ুয়া।

তবে কম ছাত্র ছাত্রী থাকা বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে একত্রিকরণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি বারংবার বলেছেন কোনো বিদ্যালয় বন্ধ হবেনা এবং কোনো ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না। এমনকি এর আগেও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একত্রিকরণের ক্ষেত্রে দূরত্ব নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া রয়েছে। তাছাড়া এরপরেও যদি ছাত্র ছাত্রীদের সেই বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মাঝপথে নদী পাহাড় কিংবা দুর্গম স্থান থাকে তাহলে কম ছাত্রছাত্রী থাকলেও সেই বিদ্যালয়কে একত্রিকরণ প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হবে বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপে ভারতের গ্রুপে বাংলাদেশ

লন্ডন ঃ অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপের ২০২০ আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। আর ২০২২ আসরের চ্যাম্পিয়ন ভারত। ২০২৪ সালে হতে যাওয়া ১৫তম আইসিসি অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বেই মুখোমুখি হচ্ছে সর্বশেষ দুই চ্যাম্পিয়ন। আজ শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া এ বিশ্বকাপের গ্রুপিং ও সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। ২০২৪ সালের ১৩ জানুয়ারি শুরু হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ১৬ দলের এই টুর্নামেন্ট। 'এ' গ্রুপে বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে আছে আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। সূচির পাশাপাশি অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপের নতুন ফরম্যাটও ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুই দলের বদলে সেরা তিন দলই উঠে যাবে পরের ধাপে। চার গ্রুপ থেকে ১২ দল নিয়ে হবে দুই গ্রুপের সুপার সিক্স পর্ব। সুপার সিক্স পর্বে গ্রুপ 'এ' ও 'ডি'-এর ছয় দল নিয়ে একটি গ্রুপ এবং গ্রুপ 'বি' ও 'সি'র ছয় দল নিয়ে আরেকটি গ্রুপ গঠিত হবে। প্রতিটি দল সুপার সিক্সে দুটি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে, প্রতিপক্ষ হবে অপর গ্রুপ থেকে উঠে আসা ভিন্ন অবস্থানের দুই দল। অর্থাৎ বাংলাদেশ যদি 'এ' গ্রুপের এক নম্বর দল হিসেবে সুপার সিক্সে ওঠে, সেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে 'ডি' গ্রুপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় হওয়া দলকে। সুপার সিক্স পর্বের দুই গ্রুপের সেরা দুটি করে দল উঠবে সেমিফাইনালে। ৪ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল হবে সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে।

এবারের অংশগ্রহণকারী ১৬ দলের মধ্যে ১১টি বিশ্বকাপে জায়গা করেছে সরাসরি। বাকি পাঁচটি আঞ্চলিক বাছাই থেকে। এর মধ্যে আফ্রিকা থেকে নামিবিয়া, ইউরোপ থেকে স্কটল্যান্ড, আমেরিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে আছে নেপাল ও নিউজিল্যান্ড।

অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপিং ঃ

গ্রুপ 'এ' ঃবাংলাদেশ, ভারত, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ 'বি' ঃইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্কটল্যান্ড
গ্রুপ 'সি' ঃঅস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া
গ্রুপ 'ডি' ঃ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, নেপাল

কোনো বল না খেলেই সেমিফাইনালে বাংলাদেশ, সামনে ভারত

হংকং ঃ হাংজুর জিজিয়াং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ক্রিকেট মাঠে হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল হংকং। কিন্তু বৃষ্টির কারণে হয়নি একটি বলও। বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পিছিয়ে যায় সেটি। দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পরও আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়ায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় ম্যাচটি। গেমসের নিয়ম অনুযায়ী, বাছাইয়ে এগিয়ে থাকায় হংকংকে টপকে বাংলাদেশ উঠে গেছে সেমিফাইনালে। গতকাল ভারতও এভাবে সেমিফাইনালে উঠে গেছে মালয়েশিয়ার সঙ্গে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়াতে। আগামী রোববার ভারতবাংলাদেশের মধ্যে হবে সেমিফাইনাল। দুই দলের মধ্যকার সর্বশেষ সিরিজটি ছিল বেশ আলোচিত। আবার দেখা হয়ে যাচ্ছে দুই দলের।

আজ দিনের প্রথম ম্যাচে অবশ্য খেলা হয়েছে। সেখানে থাইল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে চলে গেছে শ্রীলঙ্কা। তাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

এর মধ্যে এক আসর না থাকলেও এবারের এশিয়াডে অবারও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ক্রিকেট। পুরুষ ও নারীদুই বিভাগেই ক্রিকেট হচ্ছে টিটোয়েন্টি সংস্করণে। ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া মেয়েদের ক্রিকেট চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পুরুষদের ক্রিকেট শুরু হবে ২৭ সেপ্টেম্বর।

এর আগে ২০১০ ও ২০১৪ সালে দুবার এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট খেলা হয়েছে। দুবারই বাংলাদেশের পুরুষ ও নারী দল অংশ নিয়েছে তাতে। ক্রিকেটই এশিয়াড থেকে দেশকে উপহার দিয়েছে একমাত্র সোনার পদকটি। ২০১০ সালে গুয়াংজু এশিয়াডে বাংলাদেশের পুরুষ দল জিতেছিল সোনা। সেবারও মেয়েরা জিতেছিল রুপা। ২০১৪ সালে পুরুষেরা ব্রোঞ্জ জিতলেও মেয়েরা রুপার পদক অক্ষুণ্ন রেখেছিল।

মেসির ফ্যানবয় হতে চান না ইন্টার মায়ামির গোলরক্ষক

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসির আগমনে বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল এবং মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। তবে মেসির আগমনে সবচেয়ে বেশি বদল ঘটেছে ইন্টার মায়ামির। তিন মাস আগেও ব্যর্থতায় হাবুডুবু খেতে থাকা ক্লাবটিকে বলতে গেলে এককভাবে টেনে তুলেছেন মেসি। মাত্র দুই মাসের মধ্যে জিতিয়েছেন ক্লাব ইতিহাসের প্রথম শিরোপাও। একই সঙ্গে ইন্টার মায়ামিকে অন্য একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালেও তুলেছেন বিশ্বকাপজয়ী এই আর্জেন্টাইন তারকা।

শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও চলছে মেসিম্যানিয়া। মেসির অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে কেউ চাকরি হারাচ্ছেন আবার কেউ আটক হচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। এমনকি সতীর্থরা ও প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরাও আবির্ভূত হচ্ছেন মেসির ভক্ত হিসেবে। এই তো কদিন আগেই মেসির কানাডিয়ান সতীর্থ কামাল মিলারও বলেছেন, মেসির খেলা দেখতে গিয়ে তিনি নিজের খেলায় মনোযোগ দিতে পারেন না।

তবে মেসির আরেক সতীর্থ মায়ামি গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডার অবশ্য এভাবে ভাবেন না। নিজেকে মেসির গুণমুগ্ধও ভাবতে চান না যুক্তরাষ্ট্রের এই গোলরক্ষক। বরং মেসির সঙ্গে একজন সাধারণ সতীর্থের মতো সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি মনোযোগী। পাশাপাশি মেসি যাতে দলের ভেতর স্বস্তি বোধ করেন, সেই চেষ্টাও করেন বলে জানিয়েছেন ক্যালেন্ডার।

সতীর্থ হিসেবে মেসি কেমনতা জানাতে গিয়ে ইউএসওপেনকাপ ডটকমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্যালেন্ডার বলেছেন, 'সে একজন দারুণ সতীর্থ। সে লাজুক ধরনের মানুষ এবং মৃদুভাষী। আমি সব সময় ভেবেছি এই মানুষটি একটি নতুন লিগ এবং একটি নতুন দেশে এসেছে। সম্ভবত সে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই আমি সব সময় নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করি সে যাতে এখানে স্বাগত অনুভব করে। আমি নিজেকে কখনো তাঁর ফ্যানবয় বা এ রকম কিছু হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করি না। আমার মনে হয় আমরা বেশ গড়পড়তা মানের একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছি।'

মাঠে ও মাঠের বাইরেদুই জায়গাতেই মেসির অবদান স্মরণ করে ক্যালেন্ডার আরও বলেছেন, 'আমি এই খেলাটির জন্য, দলের জন্য তার নিবেদন দেখেছি। খুব অল্প সময় ধরে সে আমাদের সঙ্গে আছে। সে এমন কিছু দলে এনেছে, যা আমরা করার চেষ্টা করছিলাম। মাঠে এবং মাঠের বাইরে সে দারুণ কিছু অবদান রেখেছে। সে চায় দলের একজন হয়ে থাকতে। সে চায় আমাদের সতীর্থ হতে এবং সে খুবই বিনয়ী। এটা এমন কিছু যাকে আমি খুবই সম্মান করি। তাই সে যেভাবে অনুশীলন মাঠকে চালায় এবং সে অনুশীলন ও খেলাকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়, আপনি এখনো তার চোখে সে আগুন দেখতে পাবেন। এটা দেখায় যে লড়াইয়ের জন্য, জেতার জন্য আমাদের কেমন মান দরকার।'

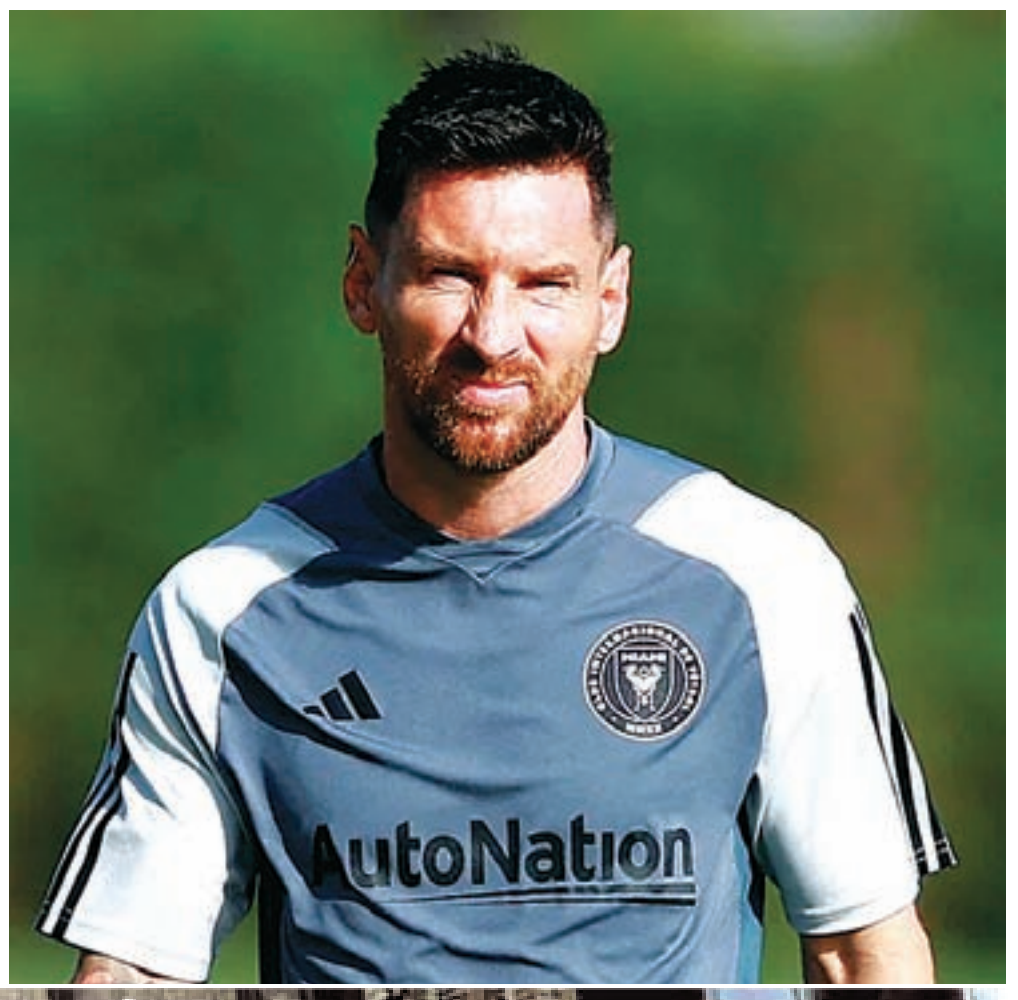

আবারও ফ্লিকের জুতোয় পা নাগলসমানের

বার্লিন ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ভাগ্যের কী পরিহাস! হানসি ফ্লিকের ফেলে যাওয়া জুতায় পা গলানো যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইউলিয়ান নাগলসমানের! ফ্লিকের শূন্যতা পূরণ করে ২০২১ সালে বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হয়েছিলেন তিনি। এবার জার্মানির জাতীয় দলে বরখাস্ত হওয়া ফ্লিকের জায়গা নিলেন নাগলসমান। বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক কোচ নাগলসমানের সঙ্গে জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের চুক্তি আগামী বছরের জুলাই পর্যন্ত। এর মানে ২০২৪ সালের ইউরোর পর ৩৬ বছর বয়সী এই কোচ জার্মানি দল ছাড়তে পারবেন। জার্মানির কোচ হওয়ার পর আজ এক বিবৃতিতে নাগলসমান বলেছেন, 'দেশের মাটিতে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ আছে আমাদের। এটা বিশেষ কিছু। এ চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ইচ্ছা আমার আছে।' জার্মানির ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বার্নড নয়্যানডর্ফ নাগলসমানকে কোচ হিসেবে পেয়ে খুশি, 'নাগলসমান অসাধারণ একজন কোচ।' এ মাসের শুরুর দিকে জার্মানির প্রথম কোচ হিসেবে বরখাস্ত হন ফ্লিক। এর আগে জার্মানি দলের ডাগআউটে ১৭ ম্যাচের মাত্র ৪টিতেই এ মাসের শুরুর দিকে জার্মানির জাপানের কাছে প্রীতি ম্যাচে ৪-১ গোলে হেরে যাওয়ার পর দেশটির ফুটবল ফেডারেশন বরখাস্ত করে ফ্লিককে। বায়ার্নে ২০২১ সালে ফ্লিকের জায়গা নেওয়া নাগলসমান গত মার্চ থেকেই চাকরিহীন। হফেনহেইম ও লাইপজিগে ভালো কোচিং করিয়ে নজরে আসা নাগলসমানকে গত মার্চে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে বরখাস্ত হন।

ভারতে সব আইনসভায় একতৃতীয়াংশ নারী আসন রাখতে সংবিধান সংশোধন

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ আইনসভাগুলিতে তেত্রিশ শতাংশ আন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করতে সংবিধান সংশোধন করছে ভারত। বুধবার এই সংক্রান্ত বিলটি নিম্নকক্ষ লোকসভায় মাত্র দুজনের বিরোধিতায় আর বৃহস্পতিবার অনেক রাতে উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে কোনও বিরোধিতা ছাড়াই। তবে কবে থেকে এই আইন চালু হবে, তা নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা আছে।

সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে, লোকসভা, রাজ্যগুলির বিধানসভা এবং দিল্লির বিধানসভায় একতৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ ৫৪৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৮১টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভায় অবশ্য নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে না।

জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ এবং লিঙ্গভিত্তিক সংরক্ষণ

লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তফসিলি জাতি (এসসি) এবং তফসিলি উপজাতি (এসটি) এর জন্য আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এই সংরক্ষিত আসনগুলিরও একতৃতীয়াংশ এখন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

বর্তমানে ১৩১টি লোকসভা আসন এসসিএসটির জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। নারী সংরক্ষণ বিল আইনে পরিণত হওয়ার পরে, এই আসনগুলির মধ্যে ৪৩ টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। এই ৪৩ টি আসন আইনসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত মোট আসনের অংশ হিসাবেই গণনা করা হবে।

এর অর্থ হল, নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১৮১টি আসনের মধ্যে ১৩৮টি এমন হবে যেগুলিতে যে কোনও জাতির নারীকে প্রার্থী করা যাবে, অর্থাৎ এসব আসনে প্রার্থী পুরুষ হতে পারবেন না।

লোকসভার বর্তমান আসন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই গণনা করা হয়েছে। সীমানা পুনর্বিন্যাসের পরে এই সংখ্যায় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরবর্তী আদমশুমারি আর তার পর হবে নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ। তারপরেই নারী সংরক্ষণ আইন কার্যকর করা হবে। লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের জনসংখ্যার তথ্যের ভিত্তিতে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়। সর্বশেষ দেশব্যাপী সীমানা পুনর্বিন্যাস হয়েছিল ২০০২ সালে, আর তা বাস্তবায়িত হয় ২০০৮ সালে। সীমানা পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে এবং লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরে নারীদের সংরক্ষণ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে নারীদের সংরক্ষণ কার্যকর করা সম্ভব নয়। একবার কার্যকর হয়ে গেলে, নারীদের সংরক্ষণ কেবলমাত্র ১৫ বছরের জন্য বৈধ থাকবে। তবে সংসদ এই সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। উল্লেখ্য, এসসিএসটির জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিও সীমিত সময়ের জন্যই ছিল, তবে সেই ব্যবস্থা একেকবারে ১০ বছর করে বাড়ানো হয়েই চলেছে।

সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিটি প্রক্রিয়ার পর সংরক্ষিত আসনের রোটেশন হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত পরে নেবে সংসদ। এই সাংবিধানিক সংশোধনী সরকারকে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভায় নারীদের সংরক্ষণের ক্ষমতা দেবে। আসনের রোটেশন ও সীমানা নির্ধারণের জন্য আলাদা আইন ও প্রজ্ঞাপনের প্রয়োজন হবে। পঞ্চায়েত ও পৌরসভার মতো স্থানীয় সংস্থাগুলির এক তৃতীয়াংশ আসনও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। প্রতিটি নির্বাচনে, আসন সংরক্ষণ পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ ঘূর্ণন। একটি নির্বাচনী এলাকায় জনসংখ্যার অনুপাতে তফসিলি জাতিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত।

ছোট রাজ্যগুলির জন্য পৃথক নিয়ম

লাদাখ, পুদুচেরি এবং চণ্ডীগড়ের মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কীভাবে আসন সংরক্ষিত হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। মণিপুর ও ত্রিপুরার মতো উত্তরপূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে দুটি করে আসন রয়েছে এবং নাগাল্যান্ডে মাত্র একটি লোকসভা আসন রয়েছে। আগের নারী সংরক্ষণ বিলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। রাজ্যসভায় সেই বিলটি ২০১০ সালে পাশ হওয়া ওই বিলে বলা হয়েছিল, যে সব রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মাত্র একটি আসন রয়েছে, সেখানে সেই আসনটি একটি লোকসভা নির্বাচনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, পরের দুটি নির্বাচনে নারীসংরক্ষণ প্রযোজ্য হবে না। দুই আসনের রাজ্যে দুটি লোকসভা নির্বাচনে একটি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তৃতীয় নির্বাচনের সময়ে নারীদের জন্য কোনও আসন সংরক্ষিত থাকবে না।

একাধিকবার পেশ হয়েছে নারী সংরক্ষণ বিল

ঠিক ৩০ বছর আগে, সংসদ সংবিধান সংশোধন করে গ্রাম পরিষদ এবং পৌর কর্পোরেশনগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়ার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৬ সালে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের জন্য একটি বিল প্রথম প্রস্তাব করেছিল। ওই একই বিল ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং আবার ২০০৮ সালে সংসদে পেশ করা হয়েছিল।

প্রতিবারই বিজেপি সাংসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার কারণে ইস্যুটি ভেস্তে যায়।

বর্তমানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব কত?

সপ্তদশ লোকসভায় ৮২ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় ১৫ শতাংশ। একই সঙ্গে দেশের ১৯টি রাজ্যের বিধানসভায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব ১০ শতাংশেরও কম।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, সারা বিশ্বের পার্লামেন্টে নারীদের গড় প্রতিনিধিত্ব ২৬.৫ শতাংশ।

ভারতীয় রাজনীতির অতীত ও বর্তমানে শক্তিশালী নারীদের ইতিহাস রয়েছে। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৬৬ সালে। কয়েকটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেও রয়েছেন নারীরা।

নারী মুখ্যমন্ত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের কয়েকটি বৃহত্তম রাজ্য পরিচালনা করেছেন এবং বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ে শক্তিশালী মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা। দেশটির বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুসহ দু'জন নারী রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন।

গত বছর পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা যায়, বেশিরভাগ ভারতীয়ই বলেছেন, নারী ও পুরুষ সমানভাবে ভালো রাজনৈতিক নেতা হতে পারেন। তথ্যে দেখা গেছে যে গত সাধারণ নির্বাচনে পুরুষ এবং নারীরা প্রায় সমান সংখ্যাতেই ভোট দিয়েছিলেন।

বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে পণ্য আমদানিই কি সমাধান?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ডিমের দাম সরকারের বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যে রাখার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর, সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিদেশ থেকে ডিম আমদানি করার অনুমতি দিয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিবেশী ভারত থেকে চার কোটি ডিম আমদানির অনুমতি পেয়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এর আগে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে টানা কয়েক সপ্তাহ কাঁচা মরিচের কেজি ৬০০ থেকে এক হাজার টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল বাজারে। দাম কমাতে সরকারের নির্দেশনা, ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান - কোন পদক্ষেপেই যেন ঝাল কমছিল না মরিচের। শেষ পর্যন্ত জুলাই মাসে সরকার কাঁচা লংকা আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়। ওই মাসের তিন তারিখে ভারত থেকে আমদানি করা কাঁচামরিচের ট্রাক বাংলাদেশের সীমান্তে ঢোকার সাথে সাথে পাইকারি ও খুচরা বাজারে কাঁচা মরিচের দাম কমতে শুরু করে।

একদিনেই কাঁচা লংকার দাম প্রতি কেজি ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় নেমে আসে।

কেবল ডিম আর কাঁচা লংকাই নয়। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন চাল, পেঁয়াজ, বা রোজার সময়ে ছোলা বা খেজুরের দাম বেড়ে গেলে, এক পর্যায়ে সরকারকে সেসব পণ্য আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেছে।

যদিও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ বলছে, বাজারে পণ্যের দাম নিয়ণ্ত্রণ করতে আমদানি করা একটি 'সাময়িক' পদক্ষেপ। কিন্তু বিশেষজ্ঞ এবং বাজার পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, দাম কমাতে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা হিসেবে আমদানি না করে, বাজার ব্যবস্থাপনার ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।

তারা সতর্ক করছেন, বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা এবং আমদানি নির্ভরতা দীর্ঘ মেয়াদে দেশের অর্থনীতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে।

বাজারে কি সরবারহ স্বাভাবিক হয়?

গত বছর খানেক ধরে ডিম, চাল, পেঁয়াজ কিংবা ডালের মত কোন কোন পণ্য, যেমন চিনি, নূন বা সয়াবিন তেল হঠাৎ করে বাজার থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে। এরপর দাম বাড়ানো কিংবা আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ওই সব পণ্যের সরবারহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার ঘটনা দেখা গেছে।

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মনে করেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে আমদানিই যেন বাজারের আগুন নেভানোর একমাত্র সমাধান।

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ সিপিডির গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলছেন, আমরা অনুমান করছি, বাজার ব্যবাস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে ডিমের দাম বেড়েছে। এরকম ক্ষেত্রে আমদানি করে সরবরাহ বাড়িয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা কঠিন।

তিনি বলছেন, বাজারে সরবরাহের ঘাটতির কারণে পণ্য আমদানি করা হলে সেটি বাজারে তেমন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু কৃত্রিমভাবে বাজারে পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা হলে, সেরকম ক্ষেত্রে আমদানি করার পদক্ষেপ হিতে বিপরীত হতে পারে। এই গবেষক বলেন, এরকম পরিস্থিতিতে বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক হয় না এবং দামও কমে না।

তার উপর আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে হলে বড় ব্যবসায়ীরা তাদের হাতে থাকা পণ্য বাজারে ছেড়ে দিতে পারেন, ফলে সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার পাশাপাশি পণ্যের দাম কমলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। সেই সাথে, দীর্ঘ মেয়াদে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে মনে করেন মি. মোয়াজ্জেম।

যে কোন দেশের অর্থনীতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে আমদানি নির্ভরতা দীর্ঘ মেয়াদে একটি বড় চিন্তার বিষয়। এর অর্থ হচ্ছে, প্রয়োজনীয় প্রায় সব পণ্যের জন্য তখন অন্যের ওপর নির্ভর করতে এবং তার পেছনে দেশের আয়ের বড় অংশটি ব্যয় করতে হবে।

এর ফলে স্থানীয় উদ্যোক্তারাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ারও সম্ভাবনা থাকে বলে মনে করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক মোঃ মনিরুজ্জামান।

তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে অনেক পণ্যের ক্ষেত্রেই কতিপয় বড় ব্যবসায়ীরা পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পণ্য আমদানি করা হলে তখন তারা দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন। অনেকে হয়তো ব্যবসা ছেড়ে দিতেও বাধ্য হতে পারেন। সম্প্রতি ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ডিমের খামারিরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

টুকরো খবর

নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) তাদের 'বাজেট স্বল্পতার কারণে' বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনের জন্য পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে না বলে তাদের নিশ্চিত করেছে। এর ফলে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পশ্চিমা প্রভাবশালী দেশগুলো থেকে পর্যবেক্ষক আসবে কিনা তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। জানা গেছে ইইউ'র প্রাকনির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্টের ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিবিসিকে বলছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সিদ্ধান্তে এটি পরিস্কার যে বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিবেশ নেইএটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলছেন জনগন নির্বাচনে অংশ নেবে এবং বিদেশী কেউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসবে কিনা তার কোন গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। তবে একজন বিশ্লেষক আশংকা প্রকাশ করে বলছেন ইইউ'র সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী অন্যদেরও নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করতে পারে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রেরও একটি প্রাকনির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় আসার কথা রয়েছে। মূলত এ দলটির রিপোর্টের ওপর নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসবে কিনা। এর আগে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশ বিষয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো সেখানেও মানবাধিকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রসঙ্গ এসেছিলো এবং তখন অবাধ বাজার সুবিধা (ইবিএ) বাংলাদেশের জন্য অব্যাহত রাখা যৌক্তিক কীনা সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছিলো। তখনই অনেকে আশংকা করছিলেন যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবের ধারাবাহিকতায় নির্বাচন নিয়ে 'শক্ত' কিছু পদক্ষেপ ইইউ'র তরফ থেকে আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আসাটা যেমন অন্যদের উৎসাহিত করতো তেমনি না আসাটাও অন্যদের নিরুৎসাহিত করবে। এখনো সুযোগ থাকলে সংশ্লিষ্টদের উচিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের আপত্তির জায়গাগুলো সম্পর্কে জেনে সেগুলো নিরসনে ব্যবস্থা নেয়া, বলছিলেন তিনি।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল বক্তব্য হলো তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য পূর্ণাঙ্গ দল পাঠাবে না, তবে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সব প্রচেষ্টাকে তারা সহায়তা করবে। নির্বাচন কমিশনের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম দুপরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ইইউ এ সম্পর্কিত একটি ইমেইল ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে এবং মন্ত্রণালয় থেকে সেটি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে। মি. আলম জানান ইইউ তাদের ইমেইলে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাজেট স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে বাজেট স্বল্পতার প্রসঙ্গ ছাড়াও ইইউ আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ করার বিষয়টি পরিস্কার হয়নি বলেও ইমেইলে উল্লেখ করেছে। তবে এ চিঠিতে ইইউ বলেছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হওয়াটা নিশ্চিত করতে তারা সব প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবে। অর্থাৎ নির্বাচন কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু হয় তা নিয়ে সংশয় রয়েছে তাদের মধ্যে। আবার সুষ্ঠু নির্বাচনের গ্যারান্টি না পেলে বিরোধী দল বিএনপিসহ তাদের সমমনা দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিবে কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনেও পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠায়নি ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০১৪ সালের নির্বাচন বিএনপি বর্জন করেছিলো । আর ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিলেও ওই নির্বাচনে 'নজিরবিহীন ভোট কারচুপি'র অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনের প্রায় তিন মাস আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত সরকারের ওপর আরও চাপ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্র অনেক দিন ধরেই নানা ভাবে নির্বাচনের বিষয়ে সরকারের ওপর চাপ দিয়ে আসছে। বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে আগেই বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি ঘোষণা সরকারকে আগেই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে বলে মনে করা হয়। এ নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও। বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারেই তিনি বলেছেন 'যুক্তরাষ্ট্র হয়তো তার সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না'। ওদিকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো ইস্যুগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ বরাবরই একই সূরে কথা বলে থাকে। সে কারণেই ধারণা করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রও তাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অনুসরণ করতে পারে। আর সেটি হলে নির্বাচনের প্রস্তুতির আগেই বড় ধরণের চাপ তৈরি হবে - সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ওপর। বৃহস্পতিবারও ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ওপর আরও চাপ তৈরি হচ্ছেই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ঢাকায় কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশ্লেষণের মূল উপজীব্য বিষয় ছিলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তার ওপর। সংস্থাটির ছয় সদস্যের একটি প্রাক নির্বাচনী দল গত জুলাইয়ে ঢাকায় এসে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করেছিলো। একই সঙ্গে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা ও আর্থিক বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট সবকিছু পর্যালোচনার কথা জানিয়েছিলো। অর্থাৎ ইইউ'র ওই দলটি তখন বুঝতে চেয়েছে যে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বা জানুয়ারির শুরুতে যে নির্বাচন হবে সেটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার মতো পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে কিনা। তাদের এ উদ্বেগের মূল কারণ হলো নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল বিএনপির মধ্যে চরম মতপার্থক্য ও পরস্পর বিরোধী অবস্থান। বিএনপি বলেছে এ নির্বাচন তারা বর্তমান সরকারের অধীনে হতে দেবে না। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বলেছে নির্বাচনটি তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই করবে। তাছাড়া নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ ও প্রশাসনকে আগেই দলীয়করণ করা হয়েছে এমন অভিযোগ বরাবরই করে আসছে বিরোধী দলগুলো। যদিও সরকার তা সবসময়ই প্রত্যাখ্যান করে আসছে। প্রাক পর্যবেক্ষকটি দলটি অবশ্য তখনি জানিয়ে গিয়েছিলো যে তাদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পূর্নাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর বিষয়ে সেপ্টেম্বরে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হবে। নির্বাচন নিয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের মধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন সিদ্ধান্ত সরকারকে আরও বেকায়দায় ফেলেছে বলে অনেকে মনে করছেন। অন্যদিকে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোকে এটি কিছুটা উদ্দীপ্ত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিবেশ নেই এটি ঢাকায় এসে ইইউর টিম দেখে গেছে ও তারা বলেছে যে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিস্থিতিই এখানে নেই। এখন সরকার যদি একতরফাভাবে কোন নির্বাচন করতে চায় তাহলে সেই নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলছেন নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে এতে তার সন্দেহ নেই। তবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আসা বা না আসাটা একেবারেই নিজস্ব সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। বিদেশীরা নির্বাচন দেখতে এলো কিনা তার ওপর কিছুই নির্ভর করে না। ইইউ বাজেট স্বল্পতার কারণে আসতে পারবে না বলে বাংলাদেশের নির্বাচন খারাপ হয়ে গেলো? বলছিলেন তিনি। তার মতে নির্বাচন ঠিক মতোই হবে এবং এ নিয়ে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোন প্রভাব পড়বে না।

'মনে হয় যে সরকারের ইচ্ছা যে কোনো অধিকারভিত্তিক সংগঠন কাজ না করুক'

ঢাকা : বাংলাদেশে মানবাধিকার, সুশাসন ও অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠনগুলো কাজ করতে গিয়ে সরকারি নিয়মকানুন ও মনিটরিংয়ের নামে বহুমাত্রিক চাপের মধ্যে পড়েছে। মূলত অধিকারভিত্তিক এনজিওগুলোকে বিদেশি তহবিল থেকে অর্থ ছাড় পেতে ইদানিং ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি এতটাই মারাত্মক পর্যায়ে গেছে যে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতো পরিচিত সংগঠন তাদের বেশকিছু কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। সীমিত আকারে যেসব প্রকল্প চলছে সেখানেও তাদের কর্মীদের নিয়মিত বেতনভাতা দিতে পারছে না। অর্থছাড় বিড়ম্বনা ও অধিকার ভিত্তিক সংগঠনগুলোর ব্যাপারে সরকারের 'কঠোর মনিটরিং' নিয়ে মানবাধিকার কর্মীরা গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন বিবিসির কাছে। বিদেশি বিভিন্ন দাতাসংস্থার অর্থায়নে অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলো তাদের বাংলাদেশে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে। অধিকারভিত্তিক বেশ কয়েকটি এনজিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে প্রকল্পের অর্থছাড় করতে গিয়ে সংগঠনগুলি জটিলতার মধ্যে পড়ছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানাচ্ছে যথাসময়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অর্থছাড় না করায় তাদের অনেক কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। নারীদের সহায়তায় সংস্থাটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এখন ব্যহত হচ্ছে অর্থের অভাবে।

কানাডায় ভারতীয় অভিবাসীদের ওপরে বিরোধের প্রভাব কি পড়বে?

নয়া দিল্লি (প্রিয়াঙ্কা ঝা) । কানাডা ও ভারতের চলমান কূটনৈতিক বিবাদের মধ্যেই কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছে দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়। এর আগে কানাডাও তাদের নাগরিকদের ভারত ভ্রমণের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল, কিন্তু সেটাকে তারা পূর্ব পরিকল্পিত এবং সাম্প্রতিক কূটনৈতিক বিবাদের জের নয় বলেই জানাচ্ছে।

দিল্লির পররাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, কানাডায় ক্রমবর্ধমান ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক প্রশ্রয় পাওয়া ঘৃণামূলক অপরাধ ও সহিংসতার প্রেক্ষিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়দের।

দেশটির যেসব অঞ্চলে এধরণের সহিংসতা ঘটছে, সেইসব জায়গা এড়িয়ে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লির ওই 'ট্র্যাভেল অ্যাডভাইসরি' জারি করার আগে কানাডাও তার নাগরিকদের ভারত ভ্রমণের 'ট্র্যাভেল অ্যাডভাইসরি' হালনাগাদ করে। তবে কানাডা সরকারি মুখপাত্র বিবিসিকে জানিয়েছেন, এই সতর্কতা পূর্ব পরিকল্পিত এবং সাম্প্রতিক বিবাদের কারণে বাড়তি কোনও সতর্কতা তারা জারি করে নি।

দুই মিত্র দেশের মধ্যে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয় গত সোমবার, যখন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সেদেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেন যে হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার ঘটনায় ভারতের সরকারি এজেন্সিগুলির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ভারত আর কানাডা দুই দেশই একে অপরের একজন করে শীর্ষ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে। বিশ্বের নজর এখন এই বিবাদের দিকে রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশেষত ভারতীয় শিক্ষার্থীরা, যারা উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডার বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছেন এবং সেইসব ভারতীয়রা, যারা এখন কানাডার কর্মশক্তির একটি সক্রিয় অংশ হয়ে উঠেছেন।

গত বছর, কানাডা আদমশুমারির যে তথ্য প্রকাশ করেছিল, তাতে দেখা গেছে, অন্যান্য দেশ থেকে আসা মোট অভিবাসীর ১৮.৬ ই ভারতীয়। টাইম ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের পর কানাডাতেই শিখ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সবথেকে বেশি। তারা সেখানকার মোট জনসংখ্যার ২.১ শতাংশ।

শুধু তাই নয়, ২০১৮ সাল থেকে কানাডায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী যায় ভারত থেকে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গত বছর কানাডার আদমশুমারির ফলাফল নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, কানাডার টরন্টো, অটোয়া, ওয়াটারলু এবং ব্র্যাম্পটন শহরে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় প্রবাসী বসতি স্থাপন করেছেন।

এর মধ্যে টরন্টো ভারতীয়দের জন্য একটি শক্ত ঘাঁটির মতো। এই শহরটি কানাডার উন্নয়নের দিক থেকে শীর্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়। এগুলি ছাড়াও, ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় ভাল সংখ্যক ভারতীয় রয়েছে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার একটি গুরুদ্বারেই হরদীপ সিং নিজ্জারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে কানাডায় অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের ৪০ শতাংশই ভারতীয়।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রোর মতো ৩০টি ভারতীয় সংস্থা কানাডায় অনেক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

কানাডায় বসবাসরত প্রবীণ সাংবাদিক গুরপ্রীত সিং বলছেন, ভারত-কানাডার সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

হত্যার ঠিক এক মাস আগে হরদীপ সিং নিজ্জারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন গুরপ্রীত সিং।

তিনি বলেন, এই মুহূর্তে কানাডায় থাকা ভারতীয়দের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। দুই দেশের মধ্যকার উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক অভিবাসন নীতির ওপরে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত তারা।

দুই দেশের ভিসা নেওয়ার ব্যবস্থা বা ব্যবসা বাণিজ্য কতটা প্রভাবিত হবে সেটাও ভাবছেন ভারতীয়রা। একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বলছিলেন মি. সিং।

ফোর্বস এ বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ২০১৩ সালের পর থেকে কানাডায় ভারতীয় অভিবাসীর সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে।

কানাডায় বসবাসরত ভারতীয়দের একটি বড় অংশ শিক্ষার্থী। আবার এমন শিক্ষার্থীরাও আছেন যারা আগামী বছরগুলোতে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

লাইভমিন্ট সংবাদপত্র অবশ্য তাদের এক প্রতিবেদনে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি কানাডায় বসবাসরত ভারতীয় বা ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে মনে হচ্ছে না। এর পিছনে যুক্তি হল যে বর্তমানে কানাডিয় প্রশাসন বা ইমিগ্রেশন সার্ভিসের কাছ থেকে এমন কোনও তথ্য দেওয়া হয় নি, যা ভারতীয় প্রবাসীদের জন্য উদ্বেগের কারণ হবে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কিছু কনসাল্টেন্সি সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছে যারা ভারতীয়দের ভিসা পেতে সহায়তা দিয়ে থাকে।

তারা যুক্তি দিচ্ছে, কানাডায় অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীদের ৪০ শতাংশ ভারতীয়। কানাডা এদের থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়, তাই তারা কোনওরকম ঝুঁকি নেবে না।

সাংবাদিক গুরপ্রীত সিং বলেন, এই পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দুরকম মতামত আছে। কারও কাছে এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় এজেন্সিগুলির সংশ্লিষ্টতার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো।

আবার এমন একটি অংশও রয়েছে যারা খালিস্তানি ধারণার সঙ্গে একমত নয়। তারা মনে করেন, মি. ট্রুডোর ওই বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজনই ছিল না, বলছিলেন মি. সিং।

কানাডার আদমশুমারির তথ্য থেকে আরও দেখা যায় যে পাঞ্জাবি ছাড়াও কানাডায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ রয়েছেন, যারা তাদের মাতৃভাষা হিসাবে তামিল, হিন্দি, গুজরাটি, মালায়ালাম এবং তেলেগু ভাষায় কথা বলে।

কানাডার আদমশুমারি অনুসারে, হিন্দুরা দেশটির জনসংখ্যার ২.৩ শতাংশ, যা শিখদের চেয়ে সামান্য বেশি।

হরদীপ সিং নিজ্জারের মৃত্যুর পর কানাডায় অনেক হিন্দু মন্দিরে হামলার খবর পাওয়া যায়। এই পুরো বিষয়ে কানাডিয় হিন্দুদের অবস্থান কী, সেই প্রসঙ্গে গুরপ্রীত সিং বলেন, শিখদের মতো হিন্দু সম্প্রদায়েরও ভিন্ন মত রয়েছে। শিখদের একটি অংশ খালিস্তানের পক্ষে, তবে একটি অংশ এর বিরুদ্ধেও রয়েছে। ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁকে এখানকার প্রাচীনতম গুরুদ্বারে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

একইভাবে, হিন্দুদের একটি অংশ রয়েছে যাদের আরএসএস মতাদর্শের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তারা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত চায়। কিন্তু যেভাবে মেরুকরণের পরিবেশ বাড়ছে, তা উদ্বেগের বিষয়।

ভারতে খালিস্তানের দাবী তুঙ্গে ছিল ১৯৮০'র দশকে। কিন্তু কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলিতে শিখ সম্প্রদায়ের একটি অংশ এখনও সেই দাবির সপক্ষে প্রচারণা চালায়।

এই দেশগুলিকে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলে আসছে ভারত।

এমনকি জাস্টিন ট্রুডো যখন জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন, তখনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর কাছে খালিস্তানের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

এবিসি নিউজের মতে, কানাডার আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণের বাজারে ভারতীয়দের অবদানের চতুর্থ।

তবে ভবিষ্যতে এই ছবিটার পরিবর্তন হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনো মতামত পাওয়া যায়নি।

সামরিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্রহ্ম চেলানি বলছেন, ট্রুডোর বক্তব্যে ভারত ও কানাডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে ক্ষতি হয়েছে তা মেরামত করতে সময় লাগবে, সম্ভবত কানাডায় সরকার পরিবর্তনের পরেই তা সম্ভব হবে।

ইউক্রেনে কেন আর অস্ত্র পাঠাবে না পোল্যান্ড?

পোল্যান্ড (এজেন্সী) : ইউক্রেনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রদের মধ্যে অন্যতম দেশ পোল্যান্ড বলেছে যে তারা আর প্রতিবেশী দেশটিকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না। কিয়েভের শস্য রপ্তানি নিয়ে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত জানালো পোল্যান্ড। দেশটির প্রধানমন্ত্রী মাতেউস মোরাউইকি বলেন, অস্ত্র সরবরাহের পরিবর্তে আরো আধুনিক অস্ত্র দিয়ে পোল্যান্ড নিজেদেরকে সুরক্ষিত করার উপর জোর দিচ্ছে। পোল্যান্ড এরইমধ্যে ইউক্রেনকে ৩২০টি সোভিয়েত যুগের ট্যাংক এবং ১৪টি মিগ২৯ যুদ্ধবিমান দিয়েছে। দেশটির কাছে দেয়ার মতো আর খুব বেশি অস্ত্র নেই।

যাইহোক, এই পদক্ষেপ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে কড়া উত্তেজনা চলার সময়েই আসলো।

পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং স্লোভাকিয়া ইউক্রেনের শস্যের উপর নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির জাতিসংঘে দেয়া ভাষণের কারণে মঙ্গলবার কিয়েভের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে পোল্যান্ড। মি. জেলেনস্কি বলেন, ইউরোপে ইউক্রেনের কিছু বন্ধু যেভাবে সংহতি প্রদর্শন করছে তা উদ্বেগজনক। তারা রাজনৈতিক মঞ্চে শস্য নিয়ে একটি রোমাঞ্চকর নাটক তৈরি করেছে। ওয়ারশ তার এই মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেছে, পোল্যান্ডকে নিয়ে অযৌক্তিক মন্তব্য করা হয়েছে যারা কিনা যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে ইউক্রেনকে সমর্থন করে আসছে।

ওয়ারশতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূতকে তলব করার কয়েক ঘণ্টা পর মি. মোরাউইকি বুধবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল পোলস্যাট নিউজকে এক সাক্ষাৎকার দেন।

সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আর ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠাচ্ছি না। কারণ আমরা এখন পোল্যান্ডকে আরো আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত করছি। পোল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা প্যাপ এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার বর্বরদের পরাজিত করতে একটি সামরিক কেন্দ্র বজায় রেখে ইউক্রেনকে সহায়তা করে আসছিল পোল্যান্ড এবং তাই সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রী অনড় ছিলেন। কিন্তু তিনি শস্য আমদানির মাধ্যমে পোল্যান্ডের বাজার অস্থিতিশীল করে তুলতে সম্মত ছিলেন না।

ইউক্রেনে স্থানান্তর করার কারণে পোল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার এক তৃতীয়াংশ কমে গেছে এবং ওয়ারশ এগুলো পশ্চিমাদের তৈরি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ইউক্রেনে অস্ত্র রপ্তানি পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে না, কারণ পোলিশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পিজিজে আগামী কয়েক মাসে প্রায় ৬০টি ক্র্যাব আর্টিলারি অস্ত্র ইউক্রেনে পাঠাবে। সরকারের মুখপাত্র পিওতর মুলার পরে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, শুধুমাত্র ইউক্রেনের সাথে সই করা চুক্তি অনুযায়ী এবং এর আগে সম্মত হওয়া গোলাবারুদ ও অস্ত্র সরবরাহ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর করা মন্তব্যের বিষয়ে পোল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী ইয়াসেক সাসিন বৃহস্পতিবার রেডিও প্লাসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর কথা মতোই সব হবে ভবিষ্যতেরটা পরে দেখা যাবে। পোল্যান্ডের ক্ষমতাসীন ল এন্ড জাস্টিস পার্টি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে নির্বাচনী প্রচারণার উত্তাপ বাড়ার সাথে সাথে তাদের বক্তব্য জোরেশোরে তুলে ধরেছে। আগামী ১৫ই অক্টোবর দেশটিতে ভোটের আগে তারা পোলিশ কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এসেছে যারা ইউক্রেনের শস্য আমদানিকে নিজেদের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখছে। রাশিয়ার পূর্ণমাত্রায় আক্রমণের মুখে কৃষ্ণসাগরে জাহাজ চলাচলের প্রধান লেন বন্ধ থাকার কারণে স্থলপথে বিকল্প খুঁজতে বাধ্য হয়েছে ইউক্রেন। এর ফলে বিপুল পরিমাণ শস্য মধ্য ইউরোপে গিয়ে পৌঁছায়।

ফলস্বরূপ, স্থানীয় কৃষকদের রক্ষায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের পাঁচটি দেশে শস্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এগুলো হচ্ছে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া এবং স্লোভাকিয়া। যেখানকার কৃষকরা মনে করছেন যে, শস্য আমদানির কারণে স্থানীয় বাজারে শস্যের দাম কমে যাচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ১৫ই সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে গেলেও ইইউ এটির মেয়াদ বাড়ায়নি। কিন্তু হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড এই নিষেধাজ্ঞা বলবত রেখেছে। যদিও ইউরোপীয় কমিশন জোর দিয়ে বলেছে যে, বিস্তৃত বাণিজ্য নীতি গ্রহণের বিষয়টি ইইউ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উপর নির্ভর করবে না।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় এসব দেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ইউক্রেন। যার অভিযোগে বলা হয়েছে যে, এসব দেশ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করেছে। ইউক্রেনের অর্থমন্ত্রী ইউলিয়া স্ভিরিডেনকো বলেন, ইউক্রেনীয় শস্যের রপ্তানির উপর একক কোন সদস্য দেশ যে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না তা প্রমাণ করাটা আমাদের জন্য জরুরী।

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সূত্র বলেছে যে, স্লোভাকিয়ার উপর থেকে মামলা প্রত্যাহারে রাজি হয়েছে কিয়েভ কারণ দেশ দুটি বলেছে যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে একটি শস্য লাইসেন্স ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

পোল্যান্ড বলেছে যে, নিষেধাজ্ঞা আপাতত চলবে এবং ডাব্লিউটিও তে একটি অভিযোগ দায়েরের বিষয়টি তাদেরকে প্রভাবিত করবে না। মি. মোরাউইকি বলেছেন, কিয়েভ যদি শস্য বিতর্ককে আরো সামনে নিয়ে আসে তাহলে তারা ইউক্রেনের আরো পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা দেবে। বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের কৃষিমন্ত্রী রবার্ট তেলুস ইউক্রেনের কৃষিমন্ত্রী মিকোলা সলস্কির সাথে কথা বলেছেন এবং কিয়েভ বলেছে যে, দুই দেশের স্বার্থ রক্ষা করে একটি সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন তারা।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই তিনটি দেশ তাদের উপর দিয়ে শস্য পরিবহন করে অন্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অব্যাহত রেখেছে।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথেরিনা কোলোন্না বুধবার বলেন, ইইউ এর একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে ইউক্রেনের শস্য আমদানির কারণে ইউরোপের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং এই উত্তেজনাকে তিনি দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেছেন। পোল্যান্ড ইউক্রেনকে নানা ধরণের সহায়তা করেছে। রাশিয়ার বিপক্ষে নিজেকে রক্ষা করে এটি জার্মানিকে আহ্বান জানিয়েছে যে, তারা যাতে লেপার্ড২ ট্যাংক পাঠায়। দেশটিকে যুদ্ধবিমান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৫ লাখের মতো ইউক্রেনীয় শরণার্থীকে স্বাগত জানিয়েছে তারা।
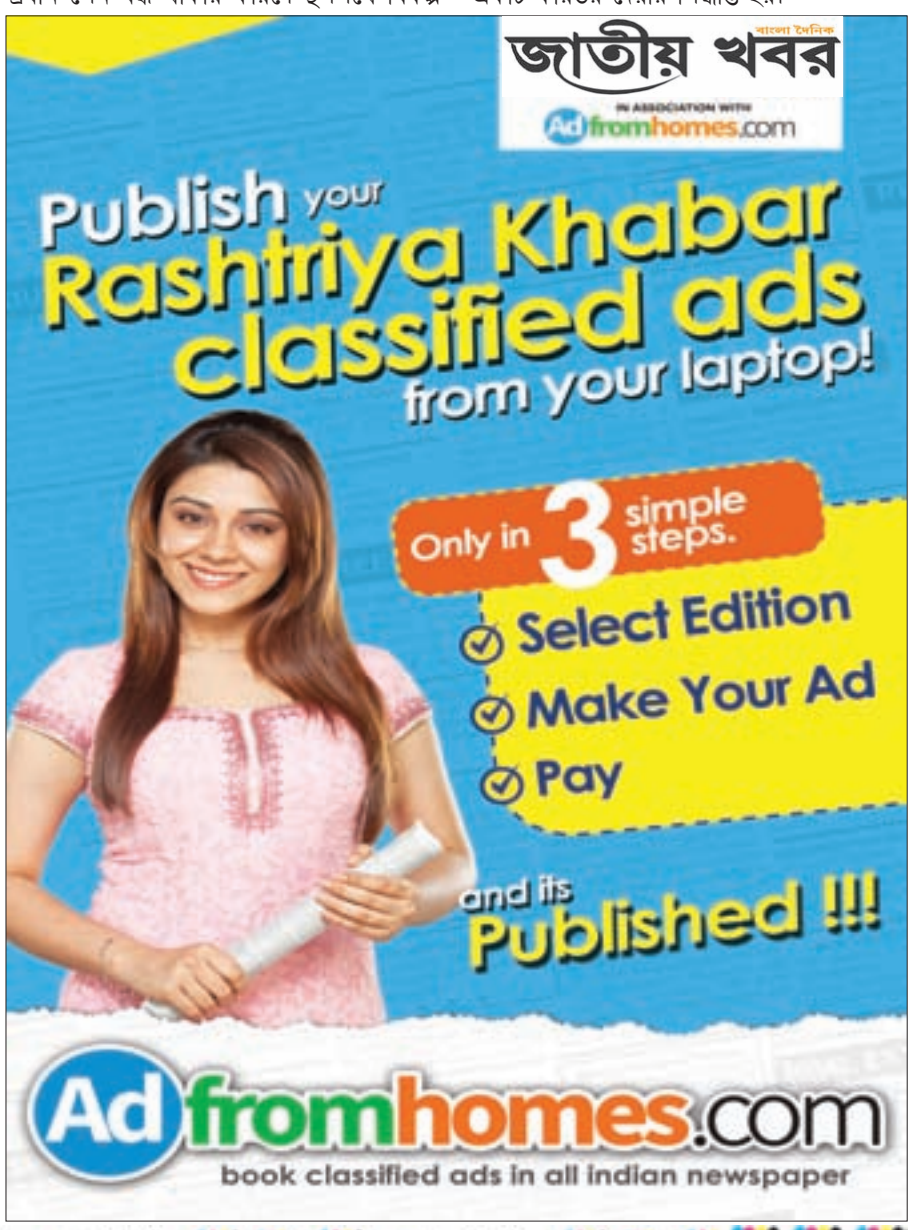
সূর্যমুখী তেল, বার্লি, ভুট্টা আর গমের মতো শস্যের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারকদের মধ্যে ইউক্রেন অন্যতম। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করে তখন দেশটির নৌবাহিনী কৃষ্ণ সাগরীয় বন্দর বন্ধ করে দেয়। ফলে রপ্তানির জন্য রাখা ২০ মিলিয়ন টন শস্য আটকে পড়ে। এর ফলে বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলো যারা ইউক্রেন থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতো সেসব দেশে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা দেখা দেয়। ২০২২ সালের জুলাইয়ে তুরস্ক ও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়। যার আওতায় কার্গো জাহাজগুলোকে যাতায়াতের জন্য কৃষ্ণ সাগরে একটি করিডর দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।